নলদময়ন্তী নাটক।

শ্রীকালিদাস সান্ম্যাল

প্রণীত।

শ্রীশ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী দ্বারা

প্রকাশিত।

কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৭২ সংখ্যক
ভবনে ষ্ট্যান্‌হোপ্‌ যন্ত্রে যন্ত্রিত।

সন ১২৭৪ সাল।

মূল্য ১ এক টাকা মাত্র।

মঙ্গলাচরণ।

বঙ্গভূমিস্থ ধন্যমান্য গুণিগণাগ্রগণ্যাসামান্য বদান্য
মহামহিম বর্দ্ধমানাধীশ শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ
মহাতাপচন্দ্র বাহাদুর নিখিল জনপোষক
সুরেন্দ্র নিভেষু।

অবশ্য পোষ্যস্য যথাযোগ্য সম্মান পুরঃসর নিবেদনমিদং।

অস্মদাদি কবিবর শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের সাহিত্য কাননে ভ্রমণ করতঃ তত্রস্থ কুসুম সংগ্রহপূর্ব্বক নলদময়ন্তী নামক গুচ্ছ প্রস্তুত করিয়া মহারাজ সন্নিধানে উপহার প্রদান করিতেছি। দীন-প্রদত্ত উপহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিলে চরিতার্থ হইব, কিমধিকমিতি।

কলিকাতা
১৯ মাঘ ১২৭৪।

অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষি
শ্রীকালিদাস শর্ম্মাঃ।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

ভীমসেন.. ... বিদর্ভদেশাধিপতি।

রাজমন্ত্রী... ...

কঞ্চুকী... ...

সুদেব... ... বিদর্ভদেশ হইতে প্রেরিত ব্রাহ্মণ।

অন্য একজন ব্রাহ্মণ।

নল... ... ... নিষধাধিপতি।

বিদূষক ... ...

কলি... .. ...

বশিষ্ঠ .. ...

রাণী... ... .. ভীমসেনের মহিষী।

দময়ন্তী ... .. ভীমসেনের দুহিতা।

তরলিকা... ... }
মদনিকা... ... } দময়ন্তীর সখী।

একজন পরিচারিকা।

দুইজন ব্যাধ, দুইজন বণিক, নাগরিক, প্রতীহারী ইত্যাদি।

নলদময়ন্তী নাটক।

প্রথমাঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বিদর্ভদেশ—রাজঅন্তঃপুরস্থ উদ্যান।

(পুষ্পপাত্র হস্তে দময়ন্তীর প্রবেশ।)

দম। (স্বগত) এইত ফুল্ তোলা হলো, তা কৈ, প্রিয়সখী তরলিকাকে ত দেখ্‌তে পাচ্চিনে। সে বল্লে "আমি নূতন বাগান্ থেকে বকুল্ ফুল্‌গুণি কুড়িয়ে আনিগে, তুমি ততক্ষণ মল্লিকে ফুল্‌গুণি তুলে নিয়ে নবমালিকার কাছে যাও; আমি এলেম্ বল্যে," তবে বোধ হয় সে এখন আসেনি। তা তরলিকা যতক্ষণ ফিরে না আসে, আমি কেন

এইখানে বসে এক ছড়া মালা গাঁথি না—তাই ভাল। (উপবেশন ও মালা গ্রন্থনারম্ভ।)

গীত।

নেপথ্যে। রাগিণী বাহার বাগেশ্রী—তাল আড়াঠেকা।

রসরাজ ঋতুরাজ অবনীতে আইল।
ধরি বাণ খরশান ফুলবাণ ধাইল॥
লয়ে নানা উপহার, ধরা যেন পুনর্ব্বার,
ভেটিবারে ঋতুরাজে, সুসাজেতে সাজিল॥
ফুটিল কমল ফুল, যুটিল ভ্রমর কুল,
রজত শিখরে যেন, নীলমণি শোভিল॥
জগজন প্রাণধন, মন্দ মন্দ সমীরণ,
সরগ সুধার সম, ধরাধাম পূরিল॥
বসন্তের আগমনে, মানিনী কামিনীগণে,
মানে জলাঞ্জলি দিয়ে, সুখনীরে ভাসিল॥

এই যে তরলিকা গান্ কচ্চে, বোধ হয় এলো বল্যে।

(পুষ্পপাত্র হস্তে তরলিকার প্রবেশ।)

তর। কি প্রিয়সখি, মালা গাঁথ্‌ছো?

দম। হাঁ সখি, তোমার আস্‌তে বিলম্ব দেখে আর কি করি, তাই মালা গাঁথ্‌ছি।

তর। (উপবেশন করিয়া সহাস্যে) প্রিয়সখি, আপনি মালা গেঁথে আপনার গলায় পল্লে কি হবে! তুমি যদি ভাই বিবাহিতা হতে, আর এই মালা ছড়াটি আপনার প্রিয়পতির গলায় দিতে, তা হলে যে কি সুখ তা জান্‌তে পাত্তে। এখন সখি, ও বৃথা পরিশ্রম।

দম। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) আর সখি, প্রিয়পতির গলায় মালা দেবো, তুমিও যেমন্ ভাই! আমার অদৃষ্টে যে প্রিয়পতি হবে এমন্‌ত বোধ হয় না।

তর। কেন সখি, তুমি রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী, তা তোমার প্রিয়পতি হবেনা ত হবে কার? তোমার রূপগুণের কথা শুনে কত রাজা তোমার পাণি গ্রহণ অভিলাষী হয়ে আপনারা এ নগরে এসে উপস্থিত হবেন। আর মহারাজ কি তোমাকে একটা সামান্য রাজার সঙ্গে বে দেবেন্? রূপ, গুণ আর বিদ্যা বুদ্ধিতে তোমার

উপযুক্ত পাত্র দেখেই দেবেন্—তার জন্যে চিন্তা কি।

দম। সখি, তা সত্য বটে। কিন্তু নদী একবার বেগ্‌বতী হয়ে সাগরের দিকে প্রবাহিত হলে কার সাধ্য তাকে আর ফেরাতে পারে। আমার মন নদীর ন্যায় প্রবাহিত হয়ে যাঁর রূপ সাগরের প্রতি ধাবমান্ হয়েছে, সেই বর ভিন্ন কি অন্য বরে ইচ্ছা আছে! তা সখি, আমার সে আশা কি ফলবতী হবে?—(দীর্ঘ নিশ্বাস)।

তর। সখি, কার রূপসাগরে তোমার মন একেবারে নিমগ্ন হয়েছে? তাঁর নাম কি, আর তাঁর নিবাস কোথায়?—বলনা সখি।

দম। (অধোবদনে চিন্তা)।

তর। কৈ সখি, কিছু বল্‌চো না যে? প্রিয়-সখীর নিকট মনের ভাব প্রকাশ কত্তে দোষ কি? বিবেচনা করে্য দেখ্‌লে আমাদের দেহ মাত্র ভিন্ন, কিন্তু মনের ভাব্ এক।

গীত্।

রাগিণী ঝিঁঝিট্ জংলা। তাল জলদ তেতালা।

মনভাব প্রিয়সখি করোনা গোপণ।
বলিলে লাঘব হবে মনের বেদন॥
দুজনে এক অন্তর, নাহি কোন ভাবান্তর,
ভিন্নমাত্র কলেবর, ভাবি অনুক্ষণ॥

দম। সখি, তোমাদের কাছে বল্‌বোনা ত কার কাছে বল্‌বো? কিন্তু সে কথা শুন্‌লে তুমি আমাকে উপহাস কর্‌বে।

তর। রাজনন্দিনি, উপহাস কর্‌বো কেন?

দম। উপহাস কর্‌বে কেন্, আমি না কি তাঁকে আপন চক্ষে দেখি নাই, এই জন্যে। সখি, যদিও তাঁকে চক্ষে দেখিনি বটে, কিন্তু হৃদয়-মন্দিরে সর্ব্বদাই দেখ্‌তে পাচ্চি। যেমন সাধু-ব্যক্তিরা আপন ইষ্টদেবকে হৃদয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠা কর্‌য়ে সতত দর্শন করে, আমিও ঐ রূপ সেই ভুবনমোহন যুবরাজকে আপন হৃদয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠা কর্‌য়ে সর্ব্বদাই দেখ্‌ছি। এখন সেই দেব আমার প্রতি প্রসন্ন হবেন্ কি না তা বল্‌তে পারি

না। সখি, আমি তাঁকে চক্ষে দেখিনি বলেই বল্‌তে লজ্জা হচ্চে।

তর। রাজনন্দিনি, এতে আর লজ্জা কি? এরূপ ত অনেকেরই হয়ে থাকে। সুবাহুরাজনন্দিনী ভদ্রা শ্রীবৎস রাজাকে স্বপ্নে দেখে কেমন করে্য তাঁর প্রতি অনুরাগিণী হয়ে ছিলেন? তা এ সব ভগবান্ কন্দর্পের লীলা বৈত নয়। সে যা হোক্, রাজনন্দিনি, তুমি তাঁর নামটি কি বল।

দম। সখি, লোক মুখে নিষধ-অধিপতি নলের নাম শুনে আমি একেবারে তাঁর রূপের পক্ষপাতিনী হয়ে পড়েছি।

তর। (স্বগত) আহা, মরালকুল কি কমল বন ভিন্ন অন্যত্রে বিহার করে? (প্রকাশে) রাজনন্দিনি, তুমি যেমন কুসুম সুকুমারী নিষধ-অধীশ্বর নলও তেমনি তোমার উপযুক্ত পাত্র। ভাল প্রিয়সখি, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি কেবল লোক মুখে শুনে তাঁর প্রতি অনুরাগিণী হয়েছ?

দম। না সখি, কেবল লোকমুখে শুনে নয়।

সে অতি অদ্ভুত কথা—শুন্‌লে আশ্চর্য্য হবে।

তর। বলনা সখি!

দম। সে দিন আমাতে আর মদনিকাতে নূতন বাগানের সরোবরের ধারে বেড়াচ্ছিলেম এমন সময় কতকগুলি সুবর্ণ হংস আকাশ হতে আমাদের সন্নিধানে অবতীর্ণ হলো।

তর। তার পর?

দম। তার পর আমরা তাদের লোকাতীত লাবণ্য দেখে ধরবার জন্যে অনেক চেষ্টা কল্লেম।

তর। সখি, তার পর কি হলো?

দম। আমি যে হংসটিকে ধত্তে যাচ্ছিলেম, সে টি ভীত হয়ে ইতস্ততো ভ্রমণ করো্য শেষে এক নির্জ্জন স্থানে গিয়ে উপস্থিত হলো; আমিও তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলেম্। তার পর সেই সুবর্ণ মরাল আমাকে মনুষ্যের ন্যায় বাক্যে সম্বোধন করো্য বল্লে, "রাজকুমারি, নিষধদেশে নল নামে এক মহীপাল আছেন, তিনি কন্দর্পের তুল্য রূপ-বান্; পৃথিবীতে তাঁর তুল্য রূপবান্ পুরুষ আর কেহই নাই। আপনি যদি তাঁর মহিষী হতে

পারেন তা হলে আপনার জীবন যৌবন সার্থক হয়। আমরা যক্ষ, রক্ষ, দেবতা, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি সকলকেই দেখেছি, কিন্তু নলের ন্যায় সুন্দর পুরুষ আর কেহই নাই। তুমিও যুবতীদিগের মধ্যে রত্ন স্বরূপা, নলরাজাও পুরুষ শ্রেষ্ঠ, অতএব তোমা-দের মিলন মণিকাঞ্চন যোগেব ন্যায় হবে। তা হলে উভয়ে যে কত সুখী হবে তা আমি বল্‌তে পারি না।

তর। কি আশ্চর্য্য! তার পর, তার পর?

দম। তার পর আমি বল্লেম, হে মরালবর! লোকমুখে তাঁর রূপ আর গুণের কথা শুনে আমি সর্ব্বদাই তাঁর প্রশংসা করো থাকি, এক্ষণে তোমার মুখে সবিশেষ শুনে আমার এই মুহূর্ত্তেই তাঁকে আত্ম সমর্পণ কত্তে অভিলাষ হচ্চে—কিন্তু তিনি আমাকে অভিলাষ করেন কি না তা ত আমি জানি না। এই কথা শুনে সুবর্ণ হংস বল্লে, "রাজনন্দিনি, তিনিও লোকের মুখে এবং আমার কাছে আপনার রূপ আর চরিত্রের কথা শুনে আপনাকে লাভের প্রত্যাশায় অত্যন্ত ব্যাকুল

হয়েছেন। হে কল্যাণি! আমি এখনই নিষধ নগরে চল্লেম, সেখানে মহারাজ নলের নিকট আদ্যোপান্ত বলিগে।" এই কথা বলে সেই সুবর্ণ হংস আকাশমার্গে উড়ে গেল। তার পর আমি ক্ষণকাল জ্ঞানশূন্য হয়ে সেই যুবরাজকে ধ্যান কচ্ছিলেম—সে সময় রতিপতিও আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ কত্তে ত্রুটি করেন নি। আমি মদনবাণে একান্ত আহত হয়ে স্পন্দহীনের ন্যায় সেইখানে বসে ছিলেম, এমন সময় মদনিকা এসে আমার এরূপ অবস্থা হংসের অনুসরণ ক্লেশ জন্য বিবেচনা করে্য, আমাকে ধরাধরি করে্য কদলী গৃহের ভিতর শুইয়ে বাতাস কত্তে লাগ্‌লো। ঐ সময় নিদ্রা দেবী আমার নয়নদ্বয় আক্রমণ করাতে স্বপ্নে দেখ্‌লেম, যেন সেই যুবরাজ আমার নিকট এসে বল্‌ছেন, 'সুন্দরি, আমি তোমার অলৌকিক রূপ আর সচ্চরিত্রের কথা শুনে একেবারে অধীর এবং কুসুমশরের বশবর্ত্তী হয়ে পড়েছি। ভদ্রে! তুমি যদি কৃপা করে আমার সহধর্ম্মিণী হও তা হলে আমি পৃথিবীতে স্বর্গ সুখ অনুভব করি।'

এমন সময় হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হয়ে দেখি, সে যুবরাজই বা কোথা, আর আমিই বা কোথা! সখি, আমি সে সময়ে যে কি পর্য্যন্ত ব্যাকুল হয়েছিলেম তা আর কি বল্‌বো।

গীত।

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ।—তাল মধ্যমান।

স্বপন সহিত সখি হারায়ে তাঁহারে।
সহিতেছি যে যাতনা কহিব কাহারে॥
রমণী মন মোহন, সে নাগরবর জন,
সে জন বিনে জীবন, নারী কি ধরিতে পারে॥
কুমুদী চন্দ্রের প্রতি, যথা অনুরাগবতী,
আমিও সখি সম্প্রতি, ডুবেছি তাঁর প্রেমবারে॥

তর। (গাত্রোত্থান করিয়া) সখি, এর জন্য আর ভাবনা কি? আমি রাজ মহিষীকে বলিগে; তিনি মহারাজকে বলে অবিলম্বে নিষধ-ঈশ্বর নলের সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ স্থির করবেন্।

দম। (তরলিকার হস্ত ধারণ করিয়া) না না সখি, তুমি এসব কথা মার কাছে বলো না, তা হলে আর আমি লজ্জায় মুখ দেখাতে পার্‌বোনা।

তর। সখি, এ সব কথা মনে মনে রাখ্‌লে কি হবে বল? কীট যেমন ফুলের মুকুল কেটে বেরিয়ে যায়, এ সকল গোপন করো রাখ্‌লে তোমারও সেই দশা ঘট্‌বে। তা আমি কৌশল করো তাঁর কাছে বল্‌বো, সে জন্যে তোমাকে ভাব্‌তে হবে না। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) এই যে রাজমহিষী এই দিকেই আস্‌-ছেন। সখি, এ তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হবার একটী সুলক্ষণ বটে। তা তুমি এখান থেকে যাও, আমি রাজমহিষীকে সব বলি।

দম। আচ্ছা সখি, আমি এখন এখান থেকে চল্লেম। কিন্তু তুমি মার কাছে এসব কথা বলো না—আমার দিব্বি।

[প্রস্থান।

(রাণীর প্রবেশ।)

তর। (অগ্রসর হইয়া) রাজমহিষি, প্রিয়সখী দময়ন্তীর চিত্ত চঞ্চলতার কারণ সমুদয় অবগত হয়েছি অনুমতি হলে নিবেদন করি।

রাণী। বাছা, কি অবগত হয়েছ বল।

তর। রাজমহিষি, আপনি যা অনুভব করে ছিলেন্, তা সকলই যথার্থ।

রাণী। বাছা, তবে তোমার প্রিয়সখীর মনোগত ব্যক্তির নাম কি?

তর। আজ্ঞে তাঁর নাম নল, তিনি নিষধ দেশের রাজা।

রাণী। (স্বগত) আমার দময়ন্তী যেমন রূপ-গুণ-সম্পন্না, তেম্নি অনুরূপ বরের প্রতি অনুরক্তা হয়েছে। (প্রকাশে) বাছা, দময়ন্তীকে গিয়ে আশ্বাস দাও। আমি মহারাজকে বলে অবি-লম্বে নিষধ-ঈশ্বর নলের সঙ্গে তোমার প্রিয়সখীর সম্বন্ধ স্থির কত্তে বল্‌বো।

তর। যে আজ্ঞা রাজমহিষি।

[প্রস্থান।

রাণী। (স্বগত) আমি লোক মুখে শুনেছি যে, নিষধরাজ নল পরম ধার্ম্মিক আর বীরশ্রেষ্ঠ। দময়ন্তী তাঁর সহধর্ম্মিনী হলে যে চিরসুখিনী হবে

তার আর সন্দেহ নাই। এখন যাই, মহারাজকে এই সকল কথা বলিগে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বিদর্ভদেশ—রাজগৃহ।

(কঞ্চুকীর প্রবেশ।)

কঞ্চু। (স্বগত) মহারাজ রাজনন্দিনীর স্বয়ম্বরের উদ্যোগ কচ্চেন, এ পরম আহ্লাদের বিষয়। এক্ষণে পরমেশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা, যে রাজকুমারী যেন একটী সৎপাত্রের হাতে পড়েন্। মেয়েটি রূপেগুণে যেমন, তদুপযুক্ত একটী বর হলে পরম সুখের বিষয় হয়। আর তা না হবেই বা কেন্? জগদীশ্বর যখন একে এমন রূপ লাবণ্য ও বিদ্যা বুদ্ধিতে অলঙ্কৃতা করেছেন, তখন্ অবশ্যই এর উপযুক্ত পাত্রও স্থির করেছেন, তার আর সন্দেহ নাই। অন্যত কি যে সে লাভ কত্তে পারে? আহা! রাজনন্দিনীর মত দয়াশীলা ত কোন্ খানেই দেখিনাই। বোধ হয় যেন কমলা পৃথিবীতে

অবতীর্ণা হয়েছেন। ওটি যে এ রাজপুরী পরিত্যাগ করে্যে পতিগৃহে বাস কর্‌বে—এ কথা মনে হলে বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হয়। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) প্রভো! তোমারই ইচ্ছা। (নেপথ্যে বীণাধ্বনি)। এই যে, রাজনন্দিনী সঙ্গীতশালায় বীণা বাজাচ্চেন্. দেখ্‌লে বোধ হয়, যেন স্বয়ং সরস্বতী পৃথিবীতে অবতীর্ণা হয়েছেন।

গীত।

নেপথ্যে। রাগিণী পরজ।—তাল আড়াঠেকা।

কেন মন দিলাম তারে।
নতুবা কি স্মরবর স্ববশে আনিতে সখি,
সে মোরে কি পারে॥
আমার মন যেমন, তার সে প্রেম প্রবণ,
সে জন হলে এমন, ভাসি প্রেম পারাবারে॥
প্রেমভাব পরিণত, হইতেছে অবিরত,
সে কারণে অবনত, হয়েছি বিরহ ভারে॥

আহা! ঊষাদেবীর আগমনে দ্বিজকুল যেমন নিরবে থাকে না, যৌবনাবস্থায় যুবতীগণও সেই-

রূপ মনের ভাব গোপণ কর্য়ে রাখ্‌তে পারে না। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) কেও! তরলিকা আস্‌ছে না?

(তরলিকার প্রবেশ।)

তর। ঠাকুরদাদা মহাশয়, প্রণাম হই।

কঞ্চু। আরে এসো দিদি তরলিকে এসো।

তর। কঞ্চুকি মহাশয়, আপনি এখন কোথা যাচ্চেন?

কঞ্চু। তোমার প্রিয়সখীর স্বয়ম্বর হবে, তাই ভাই একটা চেলির যোড় ও টোপর সংগ্রহ কত্তে যাচ্চি। চেলির কাপড় পর্য়ে টোপর মাথায় দিয়ে স্বয়ম্বর সভায় বস্‌লে, তোমার প্রিয়সখী আমায় ছাড়া আর কাহারও গলায় মালা দিতে পার্‌বে না। আর আমিও ত, ভাই, দেখ্‌তে কুপুরুষ নই!

তর। কুপুরুষ নও বটে; কিন্তু, ভাই, চুল গুলো পেকেগে, আর দাঁত পড়েগে যা একটু দোষ হয়েছে।

কঞ্চু। দেখ্ ভাই, চুল্ পাকা আর দাঁত পড়ার কথা বল্লি, সে যে বয়স অধিক হয়েছে বল্যে তা নয়। বছর চুত্তিন্ হলো, আমার এক-বার উর্দ্ধুকের ব্যাম হয়েছিল—এম্নি মাথা ধত্তো তা আর তোকে কি বলবো। তা ভাই আমি রাজ বৈদ্যকে দেখালেম, সে আমায় গুড়ুচ্ছের তেল্ মাখ্তে বল্লে। তাই ভাই মাতায় না মেখে চুল গুলো একেবারে শাদা হয়ে গেল। আর জানইত ভাই, উর্দ্ধুকের ব্যাম হলে দাঁত পড়ে যায়। তা আমার বয়স কিছু অধিক হয়নি।

তর। কঞ্চুকি মহাশয়, আপনি বল্ছেন্ "আমার বছর চুত্তিন ব্যাম হয়েছিল;" কিন্তু আমরা ত ভাই ছেলে ব্যালা অবধি তোমাকে চুল পাকা আর দাঁত পড়া বুড়ো দেখ্ছি।

কঞ্চু। যা ভাই, তুই আমাকে বার বার বুড়ো বুড়ো বল্যে ঠাট্টা করিস্নে, তা হলে আর আমি তোর সঙ্গে কথা কবোনা।

তর। (স্বগত) মুখে আগুন! বুড়োকে বুড়ো বলেছি বল্যে আবার রাগ্। ওঁকে ষোল বছরের

ছোক্‌রা বল্লে ভাল হতো। (প্রকাশে) ঠাকুর-দাদা মহাশয়, এইত আপনি অরসিকের মতন্ কথা কইলেন। নাত্‌নি হই, আমি কি আর তোমাকে ঠাট্টা করো্যে বুড়ো বল্‌তে পারিনে? কত যুবতী স্ত্রী যে তাদের যুব ভাতারকে বুড়ো বলো্যে ঠাট্টা করো্যে, তাত্তে কি তারা রাগ করো্যে থাকে?

কঞ্চু। তুইত ভাই, এখন আমার মাগ্ হস্‌নি, যে তুই আমাকে বুড়ো বলো্যে ঠাট্টা কর্‌বি! আগে হ, তার পরে বলিস্।

তর। আমি এমন্ পুণ্যি কি করেছি ভাই যে, তোমার মতন্ স্বামি পাব!

কঞ্চু। তরলিকে, এখন বুঝ্‌তে পাল্লেম যে তোর আমার উপর মন আছে। তবে কি জিজ্ঞাসা কচ্চিস্ বল্ দেখি, ভাই?

তর। ঠাকুরদাদা মহাশয়, সত্যি সত্যি আপনি এখন কোথা যাচ্চেন?

কঞ্চু। তোমার প্রিয়সখীর স্বয়ম্বরের নিম-ন্ত্রণের পত্র মন্ত্রী মহাশয়ের কাছথেকে নিয়ে

দূতের দ্বারা দেশ বিদেশে পাঠাবার জন্যে যাচ্চি।

তর। কঞ্চু কি মহাশয়, নিষধ দেশে আপনি কাকে পাঠাবেন ?

কঞ্চু। সে কথায় তোমার কায্ কি ভাই ?

তর। আপনার প্পায়ে পড়ি, আপনি বলুন্।

কঞ্চু। কেন আগে বল্, তা না হলে বল্ব না।

তর। আমি নিষধ ঈশ্বর মহারাজ নলকে একখানি পত্র দেবো।

কঞ্চু। তোর সঙ্গে কেউ পিরীত্ করো্য সে দেশে গেছে বুঝি, তাই তুই মহারাজের কাছে আর্জি দাখিল্ কর্বি ?

তর। না ঠাকুর দাদা মহাশয়, আপনি থাক্তে কি আমার আর কারো সঙ্গে পিরীত্ হয়।

কঞ্চু। এ কথার যদি অন্যথা না হয় ভাই, তাহলে আমাকে পত্রখানি দাও, সেখানে যে যাবে আমি তাকে দে পাঠিয়ে দেবো। তরলিকে, আর একটা কথা শুনেছিস ?

তর। কি ঠাকুর দাদা মহাশয় ?

কঞ্চু। মহারাজ বলেছেন যে, এ বাড়ীতে যত মেয়ে আছে কাকেও আর আইবড় রাখ্‌বেন না। তাহলে ভাই সেই সঙ্গে তোমার ত বে হবে। তা দেখো ভাই, সে সময় যেন আমাকে ভুলোনা।

তর। হাঁ! তাও কি কখন হয়; এমন কন্দর্প আর কোথায় পাব?

কঞ্চু। তবে আমি এখন মন্ত্রীর কাছে যাই। দেখো ভাই, এ কথার যেন অন্যথা হয় না।

তর। হাঁ, এ কথার কি অন্যথা হতে পারে!

কঞ্চু। বেশ ভাই, তবে পত্রখানি দাও, আমি চল্লেম্! (তরলিকার কঞ্চুকীর হস্তে পত্র প্রদান)।

[প্রস্থান।

তর। (স্বগত) মুখে আগুন, বুড়ো হয়েছেন তবু রঙ্গ দেখ! এখন্ যাই, রাজনন্দিনী কি কর্‌ছেন্ দেখিগে।

[প্রস্থান।

ইতি প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয়াঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

নিষধ দেশ—রাজ উপবন।

(বিদূষকের প্রবেশ)।

বিদু। (স্বগত) এইত বাগানের চার্‌দিক্‌ খুঁজে এলেম্‌, কৈ মহারাজকে ত দেখ্‌তে পেলেম না। আর এখানেও দেখ্‌ছি তিনি নাই। প্রতীহারী আমাকে গে বল্লে, ' মহারাজ উপবনে বেড়াতে যাবার জন্যে আপনার নিমিত্তে অপেক্ষা কচ্চেন, আপনি শীঘ্র আসুন '। আমার আস্‌তে একটু বিলম্ব হওয়াতে শুন্‌লেম যে, তিনি এক্‌লাই এখানে এসেছেন ; কই এখানেও ত তাঁকে দেখ্‌তে পাচ্চিনে। আর আমার এমনই কি বিলম্ব হয়েছে ? আস্‌বার সময় ব্রাহ্মণী এক থাল্‌ মিষ্টান্ন দিয়ে বল্লে যে, ' এই গুলি তুমি আহার করে৻ যাও '। তা সেই গুলি আহার কত্তেই, যা দেরি হয়েছে।

এখন বেলাটা প্রায় গেল ; এর পর দেখা হলে বল্‌বেন্, ' কি সখা, ব্রাহ্মণী তোমায় ছেড়ে দেয়নি না কি ? না কোথাও ফলারের যোগাড় দেখ্‌ছিলে।' আরে আমার ত উপযুক্ত ব্রাহ্মণী, না ছাড়বারই কথা ; আপনি যে একটা হাঁসের মুখে কোন্ রাজার মেয়ের কথা শুনে একেবারে খেপে উঠে-ছেন, তাতে কোন দোষ নাই। হুঁ! রাজা-রাজড়াদের অন্তঃ পাওয়া ভার। এক্‌টা জলচর পাখীর কথা শুনে একেবারে পাগল! ওঁদের যে কখন্ কি ভাবের উদয় হয়, তা বোঝা ভার। এই যে, আমার রসিকতা দেখে এ নগরের কত স্ত্রীলোক একেবারে আমার জন্যে পাগল ; তা শর্ম্মা তেমন্ ছেলে নন্ যে কারো দিকে ফিরে চাবেন। উত্তম আহার, ও তার উপযুক্ত দক্ষিণে না পেলে শর্ম্মা কারো সঙ্গে আলাপও করেন্ না। সে যা হোক্, বেলাটা প্রায় অপরাহ্ণ হলো, এখন্ এখানে বেড়িয়েই বা কি হবে ? এর অপেক্ষা কারো মাতায় হাত বুলিয়ে, সন্ধ্যের পর উদর দেবের শেতল দেবার চেষ্টা দেখ্‌লে কায্ হচ্চো।

মহারাজের সঙ্গে বাগানে বেড়ালে ত ভারি লাভ। হয়ত বলেন্ 'সখা, মাধবী লতা প্রস্ফুটিত হয়ে কি মনোহর শোভাই সম্পাদন কচ্চে'! না হয় ত বলেন্, 'জুঁইফুল গুলির কি মনোহর সৌরভ বেরুচ্চে; ব্রাহ্মণীকে সাজাবার জন্যে কতক্‌গুলি তুলে নাও'। আরে, তা নিয়ে আমার কি হবে? গন্ধে কেবল ক্ষিদে বেড়ে উঠ্‌বে বৈ ত নয়। এর চেয়ে যদি ময়রার দোকানে নিয়েগে সন্দেশ, গুজিয়া, বর্‌ফির বাহার, মনোহরার মনোহর শোভা দেখ্‌তে আর তুল্‌তে বলেন, তা হলে যে কি সুখ অনুভব করা যায়, তা এক মুখে ব্যক্ত হয়না; আমার মতন যাঁরা উদর দেবের বরপুত্র, কেবল তাঁরাই জানেন্। যা হোক, এখন দেখিগে, ঐ সরোবরের ধারে যদি থাকেন্।

[প্রস্থান।

(বেগে পুনঃ প্রবেশ।)

(সভয়ে স্বগত) বাবা! আর আমার রাজার কাছে গিয়ে কায্ নেই!—রাজার কাছে যাওয়া

মাথার উপর থাক্!—শেষে কি ভূতের হাতে প্রাণটা হারাবো ?—আমি দুঃখী ব্রাহ্মণের ছেলে, লোকের বাড়ী ষষ্ঠী পূজো মন্‌সা পূজো করো উদর পূর্‌বো, সেও ভাল—তবু রাজার সঙ্গে বেড়িয়ে ভূতের হাতে অপঘাতে মর্ত্তে পার্‌বনা। রাজা ঘাটের উপর দাঁড়িয়ে বকুল গাছ্‌পানে চেয়ে কি বল্‌ছিল, ভূতটা আবার গাছ্‌থেকে খোণা কথা কয়ে কি জবাব্ দিচ্ছিল;—সেই সময় গেলেই ত আমার ঘাড় ভাংত!—ভাগ্যে আমি এগুইনি; তা হলে আজ্ আমার হয়েছিল আরকি——আজ্‌কের কাল্ সাঁজিটে আমার উপর্‌দে ফল্‌তো!—(নেপথ্যে পদ শব্দ শুনিয়া সচকিতে) ঐ গাছের পাশ দে কে আস্‌ছে বোধ হচ্চে না ?—তা ভূত্ হলেওত হতে পারে!—আর আমি শুনেছি যে, ঐ বকুল্ গাছে না কি একটা ব্রহ্মদত্যি আছে—এই যে, দেখ্‌তে দেখ্‌তে এসে পড়্‌লো!—ও বাবা!—এখন পালাই কোথা ?—

(ইতস্ততঃ ভ্রমণ)।

(নলের প্রবেশ।)

নল। কেন, কেন, সখা? কি হয়েছে?—কি হয়েছে?

বিদূ। (সচকিতে) কেও!—মহারাজ!—তবু কতক্‌টা ভাল;—কিন্তু এখানে আপনাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস হচ্চে না!

নল। কেন সখা, আমাকে বিশ্বাস না হবার কারণ কি?

বিদূ। মহারাজ, সে সব কথায় এখানে কায্ নাই। আগে বাড়ী চলুন, তার পরে বল্‌বো।

নল। কেন ব্যাপারটা কি বলনা?

বিদূ। সে সব কথা এখানে বল্‌তে পার্-বোনা।

নল। কেন, কি হয়েছে বলনা। এত ভয় পাচ্চ কেন?

বিদূ। মহারাজ, ভয় পাবার কথাই যে, তাই ভয় পাচ্চি।

নল। কেন, ভয় পাবার কথা কেন?

বিদূ। মহারাজ, আপনি, ঐ ঘাটের উপর

দাঁড়িয়ে বকুল গাছ্ পানে চেয়ে কার সঙ্গে কথা কচ্ছিলেন ?

নল। তাতে তোমার ভয় কি ?

বিদূ। আপনি আগে বলুন্‌না, তার পরে আমি বল্‌চি।

নল। সেই সুবর্ণ হংস, যে আমার কাছে বিদর্ভ রাজদুহিতা দময়ন্তীর কথা বলে সেখানে পুনর্ব্বার গিয়েছিল, সেই হংস আবার এখানে ফিরে এসে সেই দময়ন্তীর কথা আমার কাছে বল্‌ছিল।

বিদূ। মহারাজ, সে সুবর্ণ হংসের কথা কোন কাযের নয়। ও কোন অপ-দেবতা ঐরূপ আকার ধর্‌য়্যে আপনার সঙ্গে কথা বার্ত্তা কয়।

নল। হা! হা! হা! তোমার মতন বুদ্ধি-মান্ লোকের সঙ্গেই অপদেবতার কথা বার্ত্তা হয়ে থাকে।

(দূরে দুন্দুভির ধ্বনি।)

বিদূ। (ভীত হইয়া) মহারাজ, ঐ শুনুন্। আজ্ সর্ব্বনাশ্ হলো আর কি!——

নল। কেন, ওতে ভয় কি?

বিদূ। মহারাজ, ঐ যে কি শব্দ হচ্চে, শুন্‌তে পাচ্চেন্ না?

নল। পাব না কেন? ওযে দুন্দুভির ধ্বনি হচ্চে।

বিদূ। না মহারাজ, আপনার পায়ে পড়ি, আপনি এখান্ থেকে চলুন।

নল। স্থির হও হে স্থির হও। এত ভয় কেন?

বিদূ। আপনিত বল্লেন্ 'ভয় কেন'; এখানে থেকে কি শেষে ভূতের হাতে মত্তে হবে?

নল। হাঁ, তোমার মতন বুদ্ধি যাদের, তারাই কেবল ভূতের হাতে মর্‌য়ে থাকে।

বিদূ। যা হোক মহারাজ, আপনি এখান থেকে চলুন। কেন না——

নল। কেন না—কি বল।

বিদূ। আজ্ঞা, প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এলো, এর পর সন্ধ্যে আহ্নিক কত্তে হবে।

নল। তাইত হে, আজ্ যে তোমার সন্ধ্যে আহ্নিকের উপর ভারি ভক্তি দেখ্‌তে পাচ্চি।

বিদূ। আজ্ঞা, কবে কম্? ব্রাহ্মণের ছেলে ত্রিসন্ধ্যে না কল্লে কি ব্রহ্মণ্যিদেব থাকেন্?

(প্রতীহারীর প্রবেশ।)

প্রতী। মহারাজের জয় হোক। মহারাজ, বিদর্ভ দেশ হতে রাজা ভীমসেনের দূত এই দুখানি পত্র নিয়ে আপনার নিকটে এসেছে।

নল। (স্বগত) কি! বিদর্ভ দেশ থেকে এসেছে? আহা জগদীশ্বর করুন, যেন এই পত্রে দময়ন্তী বিষয়ক কোন শুভ সমাচার থাকে। (প্রকাশে) কৈ, পত্র দুখানি আমাকে দাও; আর তুমি মন্ত্রীকে গিয়ে রাজদূতের যথোচিত সমাদর কত্তে বলগে।

প্রতী। যে আজ্ঞা মহারাজ। (পত্র প্রদান করিয়া প্রস্থান)।

নল। (পত্র পাঠ করিয়া) সখা, আমি সুবর্ণ হংসের মুখে যে রাজদুহিতার কথা শুনে ছিলেম, এ তাঁরই স্বয়ম্বরের নিমন্ত্রণের পত্র। এখন্ বল্‌তে পারিনে সে কনক পদ্মটি কার হৃদয়-সরোবরে শোভিত হবে।

বিদূ। মহারাজ, আমি দিব্বি করে্য বল্‌তে পারি, সে স্বয়ম্বর সভায় আপনি উপস্থিত থাক্‌লে, রাজকন্যে আপনাকে ছাড়া আর কারো গলায় মালা দিতে পার্‌বে না।

নল। সখা, মহামূল্য মাণিক কি সহজেই প্রাপ্ত হওয়া যায়?

বিদূ। আজ্ঞা, তা যায় না বটে; কিন্তু আপনি রূপে কন্দর্প, বুদ্ধে বৃহস্পতি, যুদ্ধে ইন্দ্র-তুল্য, তা আপনার সে মহামূল্য মাণিক লাভ্‌ হবে না ত হবে কার?

নল। ভাই হে! সেই দুর্লভ রত্ন লাভ-আশয়ে আমার মতন্‌ কত রাজা যে সেখানে উপস্থিত হবেন, তার কি সংখ্যা আছে! যা হোক, এখন দেখি এ পত্র খানিতে কি আছে। (দ্বিতীয় পত্র পাঠ করিয়া সপুলকে) সখা, আমার কি কপাল! এ যে দেখ্‌ছি তৃষ্ণা না এগিয়ে জলই এগিয়ে এল। আহা! রত্নলাভ আশয়ে কত ব্যক্তি তমোময় গিরি গহ্বর মধ্যে প্রবেশ করে, কত ব্যক্তি গভীর সমুদ্র-জলে ডুব্‌ দেয়; কিন্তু ভাই, আমার অদৃষ্টে সেই

দুর্ল্লভ রমণীরত্ন যে সহজেই লাভের উপায় দেখ্‌ছি।

বিদূ। মহারাজ, রত্নও রাজমুকুটে শোভিত হবার জন্যে প্রার্থনা করে্য থাকে। তা ঐ পত্র খানিতে কি লেখা আছে অনুগ্রহ করে্য বলুন্‌ না।

নল। ভাই, সেই সুবর্ণ হংস, যে আমার নিকট দময়ন্তীর কথা বলেছিল, সে সেই বিদর্ভ রাজ-কুমারীর কাছে আমার এত প্রশংসা করেছে যে, তিনি একেবারে প্রতিজ্ঞা করেছেন, আমাকে ভিন্ন অন্য কাকেও বরণ কর্‌বেন্‌ না। তাই তাঁর সখী, আমাকে স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হবার জন্যে, বিশেষ অনুরোধ করে্য এই পত্র খানি লিখেছে। ভাই, আমার কি শুভাদৃষ্ট!—কেমন ভাই! এখন তোমার সুবর্ণ হংসের কথা বিশ্বাস হলো—আর সেই সঙ্গে তোমার অপদেবতার ভয়টাও গেল।

বিদূ। হা! হা! হা! মহারাজ, আপনি কি মনে করেছেন্‌ যে আমি সত্যি সত্যিই ভয় পেয়ে ছিলেম। আমি আপনার সঙ্গে একটু পরিহাস কচ্ছিলেম।

ভূত কি আমার কাছে এগুতে পারে? আমি নিজেই ভূত।

নল। হাঁ নিজে যে ভূত, ও কথা বড় মিথ্যে নয়। আর তুমি এক জন পরম সাহসী বীর পুরুষও বটে।

(সন্ধ্যাসূচক সঙ্গীত।)

নেপথ্যে। রাগিণী চিতাগৌরী। তাল আড়া ঠেকা।

হেরিয়ে দিবা অবসান।
শাখী পরে পাখী কুল করিতেছে গান।
প্রফুল্লিত কুমুদিনী, বিষাদিত নলিনী,
ভ্রমরের ব্যাকুল পরাণ।
ভাবি বিচ্ছেদের ডরে, দারুণ দুখ ভরে,
চক্রবাক বিরস বয়ান॥

এই ত সখা সন্ধ্যাকাল উপস্থিত। নিশাগমন দেখে বিহঙ্গগণ কূজনধ্বনি করো আপন আপন কুলায় প্রত্যাগমন কচ্চে; চক্রবাক ও চক্রবাকী আপনাদের বিচ্ছেদ সময় উপস্থিত দেখে উভয়ে উভয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত কচ্চে; কমলিনী আপনার হৃদয় বল্লভকে অস্তগত দেখে বিষাদে মুদিত

হয়েছে ; কুমুদিনী আপনার প্রিয় সমাগমের সময় উপস্থিত দেখে সুসজ্জিত হয়ে যেন তাঁর অপেক্ষা কচ্চে ; চতুর্দ্দিকে পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়েছে, এবং মন্দ মন্দ সমীরণ সঞ্চার হওয়াতে এই উদ্যানটি কি মনোহর সৌরভে সৌরভিত হয়েছে!—কৈ সখা! তুমি কিছু বল্‌ছনা যে? তোমার কি এখন ভয় ভাঙেনি?

বিদূ। আজ্ঞা, ভয় আবার কিসের? দেখুন মহারাজ, সে দিন মন্ত্রী মহাশয় আমাকে নিমন্ত্রণ করে্য যেরূপ খাদ্য সামগ্রীর আয়োজন করে ছিলেন তা আর আপনাকে কি বলবো। সেই পাত্ সাজানর শোভা দেখ্‌লে জগতে আর কোন বস্তুরই প্রশংসা কত্তে ইচ্ছা করে না। এতো সামান্য বাগান, কতকগুলো ফুল ফুটেছে বৈত নয়।

নল। হাঁ, তা সত্য বটে। পেটুক দিগের খাদ্য সামগ্রী যেরূপ লোচনানন্দ দায়ক, জগতে তেমন আর কিছুই নাই। সে যা হোক, এখন চল এখান থেকে যাওয়া যাক। সন্ধ্যের পর বিদর্ভ দেশের রাজদূতের সঙ্গে দেখা কত্তে হবে, আর

কাল্ সেখানে যাবার জন্যে সমস্ত উদ্যোগ্ কত্তে হবে।

বিদু। যে আজ্ঞা মহারাজ, চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

নিষধদেশ—রাজনিকেতন।

(বিদূষকের প্রবেশ।)

বিদূ। (স্বগত) বুদ্ধিমান পুরুষ হওয়া কি সাধারণ পুণ্যের কর্ম্ম? বুদ্ধি যার নাই, তার পৃথিবীতে বেঁচে থাকা বৃথা। এই বুদ্ধির প্রভাবে অতি সামান্য ব্যক্তিও উচ্চপদ লাভ করে্য থাকে; আর বুদ্ধি না থাক্‌লে রাজাও আপনার রাজ্যরক্ষা কত্তে পারেন্ না। কি বল্‌বো, পরমেশ্বর আমাকে রাজা করেন নি, তা হলে রাজবুদ্ধি যে কাকে বলে তা একবার দেখাতেম। দেখ দেখি, আমি কেমন বুদ্ধির কৌশলে এই মহামূল্য মুক্তার মালা আর এই আংটিটি লাভ কল্লেম। রাজাই হন্ আর যিনিই হন্, শর্ম্মার বুদ্ধির ফাঁদে সকলকেই পড়্‌তে হয়। রাজা আমাকে বিদর্ভ দেশে যাবার জন্যে সত্বর সুসজ্জিত হয়ে আস্‌তে বল্লেম; আমি অম্‌নি সময় বুঝে বল্‌লেম, মহারাজ, আপনার সঙ্গে যাবার

জন্যে যে সুসজ্জিত হয়ে আস্‌ব এমন্ আমার কি আছে? আপনি আমাকে যে রত্ন-মালা ছড়াটি দিয়েছিলেন, সে ছড়াটি ত ব্রাহ্মণী হস্তগত করেছেন। তবে আর কি দিয়ে সুসজ্জিত হয়ে আস্‌ব? আরো বল্লেম্, মহারাজ, আপনি আমাকে ভাই বলে সম্বোধন করে্য থাকেন, তা রাজার ভাই হয়ে ত আর সামান্য বেশে যাওয়াটা ভাল দেখায় না। রাজা এই কথা শুনে আমাকে এই মুক্তার মালা, আর এই আংটিটি দিলেন। আমি অম্‌নি দুহাত তুলে আশীর্ব্বাদ করে্য বগল বাজাতে বাজাতে এলেম। তা এ সব কি সাধারণ বুদ্ধির কর্ম্ম? আমাকে দ্বিতীয় বৃহস্পতি বল্লেই হয়। তবে এখন যাই, ব্রাহ্মণীকে দেখাইগে; আর তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসি।

নেপথ্যে গীত।

রাগিণী সাহান। —তাল কাওয়ালী।

সাজিল কিবা অবনীপতি॥

হরকোপানল, করিয়ে বিফল,

পুনঃ কি উদয় হলো রতিপতি।

রমণী মোহন সাজি যতনে,

চলিলা লভিতে রমণী রতনে,

স্বকার্য্য সাধিয়া আসুন ভবনে,

সুখী হই হেরি নৃপ দম্পতি॥

এই যে গাহকেরা রাজার শুভ যাত্রা বিষয়ে মঙ্গলসূচক গান কচ্চে। তা এখন বাড়ী যাই, আবার এখনি ফিরে আস্‌তে হবে।

[প্রস্থান।

(নলের প্রবেশ।)

নল। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া স্বগত) হায়, হায়! আমার মতন হতভাগ্য পুরুষ কি আর দুটী আছে। আমি যে মণিটিকে অনায়াসে লাভ হবার প্রত্যাশা করে ছিলেম, সে টি আমার পক্ষে সর্প মণির ন্যায় হলো। লোকে যেমন ঐ মণির

উজ্জ্বল কান্তি দেখে গ্রহণেচ্ছুক হয়ে তার প্রতি ধাবমান হয়, পরে নিকটে গিয়ে ভয়ঙ্কর ভুজঙ্গ দেখে সে আশা পরিত্যাগ করো্যে পলায়ন করে; লোকপালগণ যখন তাঁর পাণিগ্রহণে অভিলাষী হয়েছেন, তখন আমার পক্ষে দময়ন্তী ঐ রূপ মণির ন্যায়। মনুষ্যেরা বিপদে পতিত হলে দেব-আরাধনার দ্বারা সেই বিপদ হতে মুক্ত হয়; আমি সেই দেবতাদিগের অনভিমতে যদি দম-য়ন্তীর পাণিগ্রহণ করি, তা হলে আমার ভাবী বিপদ হতে উদ্ধার হবার আর উপায় নাই। আর এতে যে ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ বিপদ ঘট্‌বে তার আর সন্দেহ নাই। এখন কি করি? কিছুই উপায় দেখ্‌তে পাচ্চিনে। হে প্রভু কন্দর্প! আর আপনি কেন আমার প্রতি শর নিক্ষেপ করেন?—আমি যে আশা বৃক্ষটিতে ফল-লাভের প্রত্যাশায় আশ্বাস-বারি সেচন কচ্ছিলেম, তার ত এখন মূলচ্ছেদ হলো। তা আর আপনি কেন আমাকে বৃথা ক্লেশ দেন? তা আপনারই বা দোষ কি? সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ।

(বিদূষকের প্রবেশ।)

বিদূ। মহারাজ! অশ্ব, গজ, সৈন্য সকলই সুসজ্জিত দেখে এলেম। আজ্ঞা, তবে শুভ যাত্রার সময় কখন ?

নল। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) আর সখা শুভ যাত্রা! দময়ন্তী লাভের প্রত্যাশা আমাকে একেবারে পরিত্যাগ কত্তে হলো।

বিদূ। সে কি মহারাজ ? আপনি বলেন কি ?

নল। আর সখা, কি বল্‌বো!——

বিদূ। কেন মহারাজ, আপনাকে এত বিষাদিত দেখ্‌ছি কেন ?

নল। সখা, যখন আমি ভগবান্ বাণিনাথের অর্চ্চনা করে্য তাঁর মন্দির হতে প্রত্যাগমন কচ্ছিলেম, সেই সময় ইন্দ্র, অগ্নি, যম, ও বরুণ, আমার নিকটে এসে বল্লেন, "মহারাজ! তোমার বিদর্ভ দেশে গমন করবার কথা শুনে আমরা তোমার নিকটে এলেম; এক্ষণে কোন বিশেষ কার্য্যের জন্যে তোমাকে অনুরোধ কচ্চি।"

বিদূ। আজ্ঞা, তার পর ?

নল। তার পর আমি বল্লেম, হে মহাভাগগণ! আমার মতন সামান্য ব্যক্তির দ্বারা যদি আপনাদের কোন কার্য্য সম্পাদিত হয়, তন্নিমিত্তে অনুরোধ কর্‌বার প্রয়োজন কি? আজ্ঞা করুন, আমি প্রস্তুত আছি।

বিদু। আচ্ছা, তার্ পর কি হলো?

নল। তার পর তাঁরা বল্লেন যে, "তুমি আমাদের দৌত্য স্বীকার করে্য বিদর্ভদেশে গমন কর; সেখানে গিয়ে বিদর্ভরাজদুহিতাকে বল, আমরা তাঁর পাণিগ্রহণে অভিলাষ করি—তিনি আমাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা হয় পতিত্বে বরণ করুন, এতে আমরা পরস্পরে কেহই তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হব না।"

বিদু। তাই ত! দেবতারা ত কম পাত্র নন! এত অপ্সরী, কিন্নরী থাক্‌তে একটা সামান্য মানবীর উপর চোক্ পড়্‌লো! মহারাজ, আপনি এতে স্বীকার পেলেন কেন?

নল। সখা, দেব-আজ্ঞা লঙ্ঘন করা কি মনুষ্যের সাধ্য?

বিদূ। মহারাজ, তবে আপনি এখন কি বিবেচনা কর্‌ছেন?

নল। বিবেচনা আর কি কর্‌বো—দেবগণের আজ্ঞা অবশ্যই রক্ষা কত্তে হবে।

(প্রতীহারীর প্রবেশ।)

প্রতী। মহারাজের জয় হোক্। মহারাজ, শুভ যাত্রার সময় উপস্থিত। পুরোহিত মহাশয়, মন্ত্রী মহাশয়, আর ব্রাহ্মণগণ, আপনার নিমিত্তে ভগবান বাণিনাথের মন্দিরে অপেক্ষা কচ্চেন্।

নল। আচ্ছা, তুমি যাও; আমি যাচ্চি।

প্রতী। যে আজ্ঞা মহারাজ।

[প্রস্থান।

নল। এখন চল সখা যাওয়া যাক্। আর এখানে মিছে ভাব্‌লেই বা কি হবে?

বিদূ। যে আজ্ঞা, চলুন। দেখুন মহারাজ, দময়ন্তীর মন যখন আপনার উপর পড়েছে, তখন সে আপনাকে ছাড়া কাকেও বরণ কর্‌বে না।

নল। ভাই হে! তোমার নিতান্ত শিশু বুদ্ধি। স্বর্গ-সুখ পরিত্যাগ কর্য়ে কেহ কি পৃথিবীর সুখ অভিলাষ করে? সে যা হোক্, এখন চলো।

বিদূ। যে আজ্ঞা চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি দ্বিতীয়াঙ্ক।

তৃতীয়-অঙ্ক।

বিদর্ভদেশ—দময়ন্তীর মন্দির।

(দময়ন্তী ও তরলিকা আসীন।)

দম। সখি তরলিকে, আমি ছাতের উপর থেকে দেখ্‌লেম যে, পৃথিবীস্থ প্রায় সমুদয় রাজারা এসেছেন, কিন্তু আমার চিত্তচোর সেই যুবরাজকে ত দেখ্‌তে পেলেম না।

তর। রাজনন্দিনি, কত রাজা এসেছেন তার কি সংখ্যা আছে। তুমিত আর তাঁদের সকলকে দেখনি। আমার বোধ হয় তিনি এসে থাক্‌বেন।

দম। সখি, আমি ঠিক জানি তিনি আসেন্‌নি।

তর। রাজনন্দিনি, তুমি কি কর্‍য়ে জান্‌তে পাল্লে?

দম। সখি, তিনি এসেছেন কি না জান্‌তে আমি মদনিকাকে নগরপালের নিটক পাঠিয়েছিলেম। সে জিজ্ঞাসা কর্‍য়ে এসে বল্লে যে তিনি এখন আসেন নি। কি হবে সখি, তিনি যদি না আসেন!

তর। সখি, তাও কি কখন হতে পারে। আমি যে রূপ করে্য তাঁকে পত্র খানি লিখে দিয়েছি, তিনি যে সে খানি পাবা মাত্রেই আস্‌বেন, তার আর সন্দেহ নাই। তুমিও ত সুবর্ণ হংসের মুখে শুনেছ যে, তিনি তোমাকে লাভের প্রত্যাশায় অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছেন। তা সে জন্যে তুমি এত চিন্তিত হচ্চো কেন? আর নিষধ দেশে যে দূত গিয়েছিল সেও ত এখন ফিরে আসেনি।

দম। সখি, নিদাঘ কালে চাতকিনী যেমন মেঘ লক্ষ্য করে্য বারি প্রত্যাশায় জীবন ধারণ করে, আমিও ঐরূপ সেই যুবরাজের আগমন প্রত্যাশায় কেবল বেঁচে আছি! তা সখি, তিনি না এলে আমি কি আর বাঁচ্‌বো? আঃ!—দুর্দ্দান্ত রতিপতি আমাকে কি ক্লেশই দিচ্চে! সখি, কুসুমশর যে এত তীক্ষ্ণ তা আমি আগে জান্তেম না—এক্ষণে ওর আঘাতে আমার প্রাণ যায়!

গীত।

রাগিণী ঝিঁঝিটখাম্বাজ—তাল কাওয়ালী।

মরি গো স্বজনি স্মর-শর-পীড়নে।
বল গো স্বজনি প্রাণ রহে কেমনে॥
চাতকিনী মম মন, লক্ষ্য করি নব ঘন,
বারি আশেতে আছে দেহ নিকেতনে॥
প্রখর কুসুম-শর, দহিছে মম অন্তর,
তনু জর জর, ধৈর্য্য ধরিব কেমনে॥

(দূত বেশে নলের প্রবেশ।)

নল। (স্বগত) এই সেই দময়ন্তী! আ মরি মরি! কি অপরূপ রূপ! বোধ হয় যেন এঁরই মুখচন্দ্র দেখে চন্দ্র আপনার অঙ্কে কলঙ্ক ধারণ করেছেন। আহা, জগদীশ্বর আমাকে এমন সামগ্রীতে বঞ্চিত কল্লেন! হায় হায়! আমার মতন হতভাগ্য কি আর দুটি আছে? (অগ্রসর হইয়া প্রকাশে) ভদ্রে, জগদীশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন।

(দময়ন্তী ও তরলিকার গাত্রোত্থান।)

তর। রাজনন্দিনি, ইনি কে? দেবতা কিম্বা গন্ধর্ব্ব হবেন—মানুষ হলে এখানে কেমন করে এলেন?

নল। সুন্দরি, ভীত হয়ো না। আমি দেবতা কিম্বা গন্ধর্ব্ব নই; আমি এক জন সামান্য মনুষ্য মাত্র। লোকপালগণের কোন কার্য্য বশত এখানে এসেছি।

দম। (স্বগত) এ কি! আমি স্বপ্ন দেখ্‌ছি না কি? না—তাই বা কেমন করো্যে বলি?—এই যে আমি জাগ্রত অবস্থায় আছি। তবে কি আমার মতিভ্রম্ হলো? তাইত, একি! এঁকে দেখে আমার মন একেবারে এত চঞ্চল হয়ে উঠ্‌লো কেন? আমি যে কদলীগৃহে এঁকেই স্বপ্নে দেখেছিলেম। তবে ইনিই কি সেই নিষধ-ঈশ্বর নল? যা হোক, একবার জিজ্ঞাসা করেই দেখি না কেন। (তরলিকার প্রতি জনান্তিকে) সখি, আমার বোধ হয় ইনি কোন সামান্য ব্যক্তি না হবেন। তুমি ওঁকে আসন পরিগ্রহ কত্তে বল, আর উনি কে, তা জিজ্ঞাসা কর।

তর। মহাশয়! আপনি ঐ আসনে বসুন্।

নল। আচ্ছা সুন্দরি, তোমরাও উপবেশন কর। (সকলের উপবেশন)।

তর। মহাশয়! আপনি কে? আর এখানে কি মনে করে এসেছেন? এই রাজ-অন্তপুর, চতুর্দ্দিকে ভীমাকৃতি প্রহরীরা সর্ব্বদাই বেষ্টন করে আছে; তা আপনি অনায়াসে তাদের সম্মুখ্‌দে কেমন করে এলেন্?

নল। আমি লোকপালগণের দূত, তাঁদের প্রভাবে অলক্ষিত রূপে এখানে এসেছি, সেই জন্যে কারো দৃষ্টিপথে পতিত হই নাই।

তর। মহাশয়, লোকপালগণ আপনাকে এখানে কি নিমিত্তে পাঠিয়েছেন

নল। তাঁদের কোন বিশেষ কথা রাজনন্দিনীকে বল্‌তে এসেছি।

দম। মহাভাগ, দেবগণ আমাকে কি অনুমতি করেছেন, আপনি অনুগ্রহ করে বলুন্।

নল। ভদ্রে, তোমার অলৌকিক্ রূপ দেখে দেবরাজ ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, ও যম তোমার পাণিগ্রহণে অভিলাষ করেন। তুমি তাঁদের মধ্যে যাঁকে ইচ্ছা হয় পতিত্বে বরণ কর, তাতে তাঁরা পরস্পরে কেহই তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন্ না।

দম। মহাশয়, আমি দেবগণকে বার বার নমস্কার করি, এবং তাঁদের আজ্ঞাও শিরোধার্য্য করি। কিন্তু এক্ষণে তাঁদের অনুমতি রক্ষা করা আমার পক্ষে নিতান্ত সুকঠিন্; কারণ আমি নিষধ-ঈশ্বর নলকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করেছি, সুতরাং সেই যুবরাজ ভিন্ন অন্য কাহাকেও বরণ কত্ত্যে পারি নে।

নল। (স্বগত) সেই নলও তোমার জন্যে নিতান্ত ব্যাকুল। কিন্তু দেবগণ যখন তোমাকে অভিলাষ করেছেন্ তখন সে আশা দুরাশা মাত্র। (প্রকাশে) কল্যাণি! তুমি বুদ্ধিমতী হয়েও নিতান্ত বালিকার ন্যায় কথা বল্‌ছো। সুরপতি ইন্দ্র, যিনি দেবগণের রাজা, তাঁকে বরণ কত্ত্যে কোন্ রমণী না অভিলাষ করে? যিনি মুহূর্ত্ত কাল মধ্যে এই পৃথিবীকে কবলিত কত্ত্যে পারেন, সেই হুতাশনের সহধর্ম্মিনী হতে কোন্ যুবতী না ইচ্ছা করে? এই সপ্তদ্বীপা পৃথিবী যাঁর অঙ্কোপরি স্থাপিত, সেই জলধীশ্বর বরুণকে পতিত্বে বরণ কত্ত্যে কোন্ নারীর না অভিলাষ হয়? আর যাঁর

দণ্ড ভয়ে ভীত হয়ে লোকে যাবজ্জীবন ধর্ম্মারাধনা করে, সেই দণ্ডধরকে পতিত্বে বরণ কত্তে কোন্ মহীলার না ইচ্ছা হয়? ভদ্রে, আরো দেখ, চরমে যে স্বর্গ-সুখ-লাভের প্রত্যাশায় জ্ঞানী ব্যক্তিরা সংসার সুখে জলাঞ্জলি দিয়ে বন গমন করতঃ কঠোর তপস্যাদি করে, তুমি সেই স্বর্গ-সুখ পরিত্যাগ করে শোক দুঃখ পূরিত সংসার-সুখের অভিলাষ কর্‌চো কেন?

দম। মহাশয়, আপনি যা বল্‌ছেন তা সকলি সত্য, কিন্তু আমি নিষধ-ঈশ্বরকে যখন মনে মনে বরণ করেছি তখন তিনিই আমার পতি। এখন যদি তাকে ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিকে বরণ করি, তা হলে আমাকে স্বেচ্ছাচারিণী অপরাধে অপরাধিণী হতে হয়।

নল। শুভে, ভাল, নলকে যেন তুমি মনে মনে বরণ করেছ, কিন্তু লোকপালগণ যখন তোমার পাণিগ্রহণে অভিলাষী, তখন নল মনুষ্য হয়ে কেমন করে্য তোমার পাণিগ্রহণে সমর্থ হবে? ভদ্রে, আমার বিবেচনায় তোমার পাণিগ্রহণ করা দূরে

থাক্, নল স্বয়ম্বর সভায়ও উপস্থিত হতে পার্‌বে না।

দম। মহাশয়, তিনি যদি স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত না হন, আর আমাকে ধর্ম্মপত্নী বলে গ্রহণ না করেন, তা হলে আমি জলে কিম্বা অগ্নিতে প্রবেশ করে্য, অথবা উদ্বন্ধনের দ্বারা প্রাণ পরিত্যাগ করে্য এ দুঃসহ বিরহ-যন্ত্রণার একমাত্র শেষ কর্‌বো।

নল। (স্বগত) তাই ত, এ যে বিষম বিভ্রাট উপস্থিত! জগদীশ্বর কি শেষে আমাকে নারী বধের ভাগী কর্‌বেন্! আমি যখন দেবগণের নিকট দৌত্য স্বীকার করেছি তখন কেমন করে্য স্বার্থ সম্পাদনে প্রবৃত্ত হই।

দম। মহাভাগ, আপনি কে? আপনাকে দেখে আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল হচ্চে, কণ্ঠাবরোধ হচ্চে, প্রাণ অত্যন্ত ব্যাকুল হচ্চে। আমার স্পষ্টই বোধ হচ্চে আপনি কোন সামান্য ব্যক্তি না হবেন্। অতএব আপনার যথার্থ পরিচয় প্রদান করে আমার ঔৎসুক্ চিত্তকে পরিতৃপ্ত করুন।

নল। কল্যাণি! দেবগণ যখন তোমাকে অভিলাষ করেন, তখন আমার পরিচয় দিলেই বা কি হবে?

তর। (জনান্তিকে) রাজনন্দিনি, এঁর কথা শুনে আমার কেমন সন্দেহ হচ্চে। আমার বোধ হয় ইনিই সেই নিষধ-ঈশ্বর নল।

দম। (জনান্তিকে) হাঁ সখি, আমারও ঐ রূপ বোধ হচ্চে। সখি, এঁকে দেখে আমার প্রাণ একেবারে ব্যাকুল হয়েছে। আর ইনিই আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে আমার পাণিগ্রহণে অভিলাষ প্রকাশ করেছিলেন। সখি, তুমি আর একবার জিজ্ঞাসা কর, উনি কে।

তর। মহাশয়, আপনার নাম কি? আর আপনার নিবাস কোথায়? অনুগ্রহ করে্য বলে আমাদের চরিতার্থ করুন।

নল। যদিও দূতের পরিচয় দেওয়া উচিত নয়, কিন্তু তোমাদের অনুরোধ অবশ্যই রক্ষা কত্ত্যে হবে। সুন্দরি, আমিই সেই নিষধ-অধিপতি নল।

দম। (স্বগত) জগদীশ্বর কৃপা করে্যে এত দিনের পর কি আমার আশালতাটিকে ফলবতী কর্‌বেন? (প্রকাশে) মহারাজ! আপনি যদি এ দাসীর পাণিগ্রহণে অসম্মত হন্, তা হলে আমি এই মুহূর্ত্তেই আপনার সম্মুখে আত্মহত্যে হবো।

নল। সুন্দরি, আমি যে তোমার মতন্ রমণী-রত্ন লাভ কর্‌বো এমন্ কি পুণ্য করেছি?

দম। মহারাজ, আমি সুবর্ণ হংসের মুখে যে দিন আপনার কথা শুনেছিলেম, সেই অবধি আমি মনে মনে আপনাকে জীবন যৌবন সমর্পণ করে্যে আপনার চরণে দাসী হয়ে আছি। এক্ষণে আপনি যদি আমাকে সে আশায় নৈরাশ করেন, তা হলে আমি এ প্রাণ আর রাখ্‌বো না।

নল। ভদ্রে, আমিও সুবর্ণ হংসের মুখে তোমার কথা শুনে অবধি তোমাকে লাভের প্রত্যাশায় অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছিলেম; কিন্তু লোকপালগণ যখন তোমার পাণিগ্রহণে অভি-লাষ করেছেন, এবং আমি তাঁদের দৌত্য স্বীকার

করে্য এখানে এসেছি, তখন কেমন করে্য স্বার্থ সম্পাদনে প্রবৃত্ত হই ?

দম। মহারাজ, আপনি দেবগণকে আমার কোটী কোটী প্রণাম জানিয়ে বল্‌বেন্, তাঁরা যেন স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত থাকেন; আমি তাঁদেরই সম্মুখে আপনাকে বরণ করবো, তা হলে আর তাঁরা আপনাকে কোন মতেই দোষী কত্তে পার্‌বেন না।

নেপথ্যে। তরলিকে! রাজনন্দিনী কোথায় লা? রাজমহিষী তাঁকে এক বার ডাকৃচেন্।

নল। (গাত্রোত্থান করিয়া) শুভে, আর আমার এখানে থাকা কর্ত্তব্য নয়। এক্ষণে আমি চল্লেম। জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

দম। (গাত্রোত্থান পূর্ব্বক) মহারাজ, আর আপনাকে অধিক কি বল্‌বো! আপনি আমার মন প্রাণ হরণ করে্য চল্লেন;—এক্ষণে আমার জীবন মৃত্যু সকলই আপনার হাত্।

নল। ভদ্রে, আমিও মন প্রাণ এখানে রেখে কেবল শূন্য দেহমাত্র নিয়ে চল্লেম।

[প্রস্থান।

দম। সখি, মা ডাক্‌চেন; এখন চল একবার তাঁর কাছে যাই।

তর। হাঁ সখি, চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বিদর্ভদেশ—রাজ নিকেতন।

(মন্ত্রী ও একজন নাগরিকের প্রবেশ।)

নাগ। মহাশয়, তার পর কি হলো?

মন্ত্রী। তার পর, দময়ন্তী সেই নলরূপী দেবগণকে অত্যন্ত বিনয় করাতে, তাঁরা সকলে দময়ন্তীর স্তবে তুষ্ট হয়ে মায়া সম্বরণ করে্য স্ব স্ব মূর্ত্তি ধারণ কল্লেন্।

নাগ। কি আশ্চর্য্য! মহাশয়, এ কি সামান্য পুণ্যের কর্ম্ম! দেখুন্, আমার বোধ হয় রাজনন্দিনী কোন দেবকন্যা হবেন্, শাপ-ভ্রষ্টা হয়ে এই পৃথিবীতে জন্মেছেন; নতুবা পৃথিবীতে

এরূপ অদ্ভুত ঘটনা কিরূপে সম্ভবে? মহাশয়, তার পর?

মন্ত্রী। তার পর, রাজনন্দিনী দেবতাদের ও নিমন্ত্রিত রাজাদের সম্মুখে নিষধ-ঈশ্বর নলের গলায় মালা দিলেন। মহাশয়, সেই সময় আকাশ হতে পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগ্‌লো, রাজপুরী উৎসবে পরিপূরিত হলো, দেবগণ দময়ন্তীকে সাধুবাদ প্রদান করো্যে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান কল্লেন।

নেপথ্যে। গীত।

রাগিণী বাগেশ্রী —তাল আড়াঠেকা।

এত দিনে রাজ বালার মনোদুঃখ ঘুচিল।
অপার আনন্দে আজি রাজপুরী পূরিল॥
নল রূপে রতিপতি, রাজবালা জিনি রতি,
যুবক যুবতী দোঁহে, সুখ নীরে ভাসিল॥
শোভা হেরিয়ে নয়নে, শশাঙ্ক দুঃখিত মনে,
অভিমানে নিজ অঙ্গে, কলঙ্ক সে ধরিল॥

নাগ। মহাশয়, এক্ষণে আমি চল্লেম।

মন্ত্রী। আপনার যে রূপ অভিরুচি।

[নাগরিকের প্রস্থান।

এই যে, মহারাজ এই দিকে আস্‌ছেন।

(রাজার প্রবেশ।)

রাজা। মন্ত্রি, জামাতা স্বদেশে যাবার জন্যে অত্যন্ত ব্যগ্র হয়েছেন। তুমি সেনাপতিকে সুসজ্জিত হতে বল গে। আর দেখ, এক জন পরিচারিণীকে অন্তঃপুরে পাঠিয়ে দাও, দময়ন্তীকে সঙ্গে করো্যে নিয়ে আসে; আর তুমিও নিষধ-অধিপতি নলকে সঙ্গে করো্যে নিয়ে এস।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা মহারাজ!

[প্রস্থান।

রাজা। (স্বগত) আমার মানস ছিল যে, কন্যাটিকে একটি সৎপাত্রের হস্তে অর্পণ কর্‌বো। এক্ষণে জগদীশ্বর অনুকূল হয়ে আমার সে আশা পরিপূর্ণ কল্লেন। সৎপাত্রে কন্যা সম্প্রদান করা পূর্ব্ব সুকৃতি না থাক্‌লে হয় না। নিষধ-অধিপতি নল পরম ধার্ম্মিক ও বীরশ্রেষ্ঠ; তিনি আমার দুহিতার পাণিগ্রহণ করাতে আমার গৌরবের সমধিক বৃদ্ধি হয়েছে। এক্ষণে জগদীশ্বরের

কাছে এই প্রার্থনা করি, উভয়ে চিরজীবী হয়ে যাবজ্জীবন অবিচ্ছেদে সুখ ভোগ করেন।

(নলের সহিত মন্ত্রীর পুনঃ প্রবেশ।)

এস বাপু এস! বৎস, দময়ন্তী তোমাকে বরণ করাতে আমি যে কি পর্য্যন্ত সুখী হয়েছি তা আর কি বল্‌ব। একে স্নেহ-মমতা করো—একথা বলা বাহুল্য মাত্র। এক্ষণে পরমেশ্বর এই করুন, তোমরা যেন চিরকাল অবিচ্ছেদে সুখ ভোগ কর।

(দময়ন্তী ও তরলিকার প্রবেশ।)

দম। সখি, একে আমি নব-বিবাহিতা, তাতে পতির সম্মুখে পিতার নিকট কেমন্ করেয় যাব?

তর। সখি, এতে আর লজ্জা কি! এস ভাই তোমার মাথার কাপড় একটু টেনে দিই।*

রাজা। (দময়ন্তীর হস্তধারণ পূর্ব্বক) এস মা এস। উপযুক্ত পাত্রে আত্ম সমর্পণ করাতে আমি যে কি পর্য্যন্ত সুখী হয়েছি তার আর কি

বল্‌বো। বৎসে! এখন তুমি পতিগৃহে চল্লে; যদিও তুমি গুণবতী হও তথাচ তোমায় কিঞ্চিৎ উপদেশ দিই। বৎসে, অতীব ভক্তি সহকারে গুরুজন ও পতি সেবায় নিযুক্ত থাক্‌বে, সকলের সহিত প্রিয় সম্ভাষণ কর্‌বে, পতির সুখে সুখিনী, ও পতির দুঃখে দুঃখিনী হবে; তা হলেই পতি সোহাগিনী হয়ে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ কত্তে পার্‌বে। অতএব বৎসে, তোমাকে আর অধিক কি বল্‌বো; এক্ষণে ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করি যে, সত্বরে তোমাদের একটি সুসন্তান হোক। (নলের হস্তে দময়ন্তীর হস্ত সমর্পণ।)

নল। আজ্ঞা, আপনার আশীর্ব্বাদ কখনই বি-ফল হবার নয়। (নল দময়ন্তীর ভূমিষ্ঠ প্রণাম।)

মন্ত্রী। মহারাজ, জগদীশ্বরের কৃপায় আমা-দের সকল সুখ সম্পন্ন হলো।

নেপথ্যে। (মঙ্গল বাদ্য।)

রাজা। (নলের প্রতি) বৎস, পুরবধূরা তোমাদের দেখবার জন্যে অত্যন্ত ব্যগ্র হয়েছেন, এখন চল অন্তঃপুরে যাই।

মন্ত্রী। তবে আমিও এখন যাই। নিষধ-অধিপতির সঙ্গে যাবার জন্যে সেনাপতিকে সু-সজ্জিত হতে বলি গে।

[রাজার নলদময়ন্তীকে লইয়া একদিক দিয়া, ও মন্ত্রীর অন্য দিক দিয়া প্রস্থান।

ইতি তৃতীয় অঙ্ক।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

নিষধদেশ—রাজ-অন্তঃপুর।

(দময়ন্তী ও তরলিকার প্রবেশ।)

দম। সখি, মহারাজ দেবর পুষ্করের সঙ্গে অক্ষক্রীড়ায় উন্মত্ত হয়েছেন, শুনে আমার প্রাণ অত্যন্ত ব্যাকুল হচ্চে। আর আমার বোধ হচ্চে যে, এই পাশা খেলাতেই কোন এক্‌টা অনিষ্ট ঘট্‌বে।

তর। সে কি রাজমহিষি, মহারাজ পাশা খেল্‌তে বসেছেন, সে জন্যে আপনি এত চিন্তিত হচ্চেন কেন?

দম। সখি, আমার দক্ষিণ অঙ্গ স্পন্দন হচ্চে; বোধ হয় জগদীশ্বর আমাদের বিপদে ফেল্‌বেন।

তর। রাজমহিষি, আপনি ও সব দুশ্চিন্তা

পরিত্যাগ করে্য সেই পরম পিতা পরমেশ্বরকে স্মরণ করুন, তা হলে আর আপনাদের কোন বিপদ হবে না।

গীত।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল জৎ।

ত্যজিয়ে দুশ্চিন্তা প্রাণ সখি গো তুমি ভাব সেই নিরঞ্জন।
যাঁহার নিয়মে এই ধরায় দিবা নিশি বহিছে পবন॥
যাঁহার কৌশলে, জীব চলে বলে,
গগনে উদিত তপন।
সেই নিরঞ্জন, বিপদ ভঞ্জন,
এক মনে কর স্মরণ॥

দম। হাঁ সখি, আর ভাব্‌লেই বা কি হবে। পরমেশ্বরের মনে যা আছে তাই হবে। এখন চল যাই; কারো দ্বারা অনুরোধ করে্য যদি মহারাজকে অক্ষক্রীড়াহতে নিবারণ কত্তে পারি।

তর। আচ্ছা রাজমহিষি, চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

(বিদূষকের প্রবেশ।)

বিদূ। (স্বগত) তাইত! এ যে বিষম বিভ্রাট উপস্থিত। মহারাজ অক্ষক্রীড়ায় যেরূপ

উন্মত্ত হয়েছেন, তাঁকে নিবারণ করা ত সহজ কথা নয়। মন্ত্রী মহাশয়, আমি ও সভাসদ্গণ, মহারাজকে নিবারণ কর্‌বার জন্যে এত অনুরোধ কল্লেম, কিন্তু কিছুতেই তিনি ক্ষান্ত হলেন না। তবে এর উপায় কি? পুষ্কর অক্ষবলে মহারাজকে পরাজিত করে্য রাজ্যধনাদি সমুদয় হরণ কল্লে; আর বোধ হয় অবশিষ্ট যা কিছু আছে, সে সমস্তও সে জিতে নেবে। কিন্তু এর পরে মহারাজের চৈতন্য উদয় হলে উনি কি যে কর্‌বেন, তা আমি কিছুই বুঝ্‌তে পারি না। হায়! হায়! বিধাতার একি সামান্য বিড়ম্বনা! আমরা চিরকাল এই বিপুল রাজকুলের অধীন; সুতরাং মহারাজের অমঙ্গলে যে আমাদের অমঙ্গল, তার কোন সন্দেহ নাই। লতা যে বৃক্ষটিকে আশ্রয় করে্য থাকে, সেই বৃক্ষটি যদি শুষ্ক হয়, তা হলে সেই সঙ্গে লতাটিও শুকিয়ে যায়। আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণের ছেলে; কর্ম্মের মধ্যে কেবল মহারাজের সঙ্গে বেড়ানো—কিন্তু রাজার প্রসাদে আমার কিছুরই অভাব ছিল না। এক্ষণে মহারাজের

পণ, ও পুষ্করের অক্ষবল দেখে স্পষ্টই বোধ হচ্চে যে, রাজা রাজ্যচ্যুত হয়ে সত্বর দুর্দশায় পতিত হবেন। তা হলে সেই সঙ্গে ত আমরাও গেলেম! হায়, হায়! এ কি সামান্য আক্ষেপের বিষয়! (চিন্তা করিয়া) মহারাজ রাজমহিষীকে প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর বোধ করেন; এক্ষণে তিনিই যদি নিবারণ কত্তে পারেন, তা হলেই রক্ষা হয়; নতুবা আর উপায় নাই।

(দময়ন্তী ও তরলিকার পুনঃ প্রবেশ।)

দম। সখা, মহারাজ কি অক্ষক্রীড়া হতে নিবৃত্ত হয়েছেন?

বিদু। দেবি, আমি আর মন্ত্রী মহাশয় তাঁকে নিবারণ কর্‌বার জন্যে কত অনুরোধ কল্লেম্, কিন্তু তিনি কিছুতেই ক্ষান্ত হলেন না। অবশেষে সভাসদ্‌গণ ও প্রজারা পর্য্যন্ত মহারাজকে অক্ষক্রীড়া হতে নিবৃত্ত হবার জন্যে কত মিনতি কল্লেন, কিন্তু কিছুতে তিনি ক্ষান্ত হলেন না। রাজমহিষি, এখন্ এর উপায় কি?

দম। আর উপায় কি!—এত দিনের পর জগদীশ্বর আমাদের প্রতি বিমুখ হলেন। হায়! হায়! মহারাজের এত ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য কোথা গেল!—মন্ত্রীর কথা তিনি কখনই অবহেলা করেন্ নি; কিন্তু এক্ষণে মন্ত্রী তাঁকে দ্যূতক্রীড়া হতে নিবৃত্ত হবার জন্যে কত মিনতি কর্‌ছেন্—মহারাজ কিছুতেই ক্ষান্ত হচ্চেন না। হায়! হায়! বিধাতার এ কি সামান্য বিড়ম্বনা!

বিদু। দেবি, দুঃখের কথা কি বল্‌বো; অক্ষ সকল পুষ্করের এত বশম্বদ হয়েছে যে সে যে উদ্দেশে ক্ষেপণ কচ্চে, তাই সফল্ হচ্চে। কিন্তু মহারাজের সময়ে তার সম্পূর্ণ বিপরীত।

দম। সখা, বিধাতা যখন বিমুখ হন, তখন এই রূপই হয়ে থাকে। নতুবা মহারাজ অক্ষ-ক্রীড়ায় এত উন্মত্ত হবেন্ কেন?

বিদু। মহিষি, পুষ্কর যত জয়ী হচ্চে, মহারাজের অক্ষরোগ তত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হচ্চে। এক্ষণে আপনি যদি মহারাজকে নিবারণ কত্তে পারেন।

দম। মহারাজ যেরূপ উন্মত্ত হয়েছেন্, তাতে

যে তিনি আমার কথা শুন্‌বেন, এমন্ত বোধ হয় না।

বিদু। দেবি, আমাদের সকলের অনুরোধ ত বিফল হয়েছে; কিন্তু আপনার ত একবার দেখা উচিত। আর আমার বোধ হয়, মহারাজ আপনার কথা অবশ্যই রাখ্‌বেন্।

দম। সখা, উন্মত্ত অবস্থায় কি মনুষ্যের হিতাহিত জ্ঞান থাকে? তা চল একবার মহারাজের কাছে যাই।

তর। রাজমহিষি, আপনি হচ্চেন্ মহারাজের হৃদয়-আকাশের পূর্ণশশী; তা তিনি অবশ্যই আপনার কথা রাখ্‌বেন্—আপনি চলুন।

দম। সখি, চল যাই। সাধ্যমতে চেষ্টা করা যাক্; পরে অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

নিষধদেশ—রাজ-অন্তঃপুর।

(নলের প্রবেশ।)

নল। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া স্বগত) হায়! হায়! আমি কি উন্মত্ত হয়েছিলেম্? সচিবগণ ও পৌরজনেরা আমাকে অক্ষক্রীড়া হতে নিবৃত্ত হবার জন্যে কত অনুরোধ করেছিল; তাদের কথা না শুনে, শেষে আমাকে রাজ্যভ্রষ্ট হয়ে দুর্দ্দশায় পতিত হতে হলো। তারা সকলেই এক্ষণে পুষ্করের স্মরণাপন্ন হয়েছে। প্রিয়তমা দময়ন্তী ব্যতিরেকে আমার স্বপক্ষ হয়ে যে একটি কথা বলে, এমন আর কেহই নাই। জীবিতেশ্বরী আমাকে কত অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর কথাও তখন শুন্‌লেম না। এক্ষণে এ বিপদ-জাল হতে কি করে্য উদ্ধার হই। পুষ্কর যখন দময়ন্তী পণের কথা বল্লে, তখন সেই দুর্ব্বাক্যে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হতে লাগ্‌লো; মস্তকে যেন সহসা বজ্রাঘাত হলো; সর্ব্বশরীরের

শোণিত উষ্ণ হয়ে উঠ্‌লো;—কিন্তু কি করি, কিছুই ক্ষমতা নাই। হায়, হায়! সেই সময়ে যদি আমার মৃত্যু হতো, তা হলে আর আমাকে কোন যন্ত্রণাই ভোগ কত্তে হতো না। এখন কি করি? এ রাজ্য ত্যাগ করে্য আমার অবিলম্বে বন গমন করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু প্রাণাধিকা দময়ন্তীকে কোথা রেখে যাই। তিনি যেরূপ পতিপ্রাণা, যদি তাঁকে না বলে যাই, তা হলে তিনি অবশ্যই প্রাণত্যাগ করবেন। তাতেও ত আমাকে নারীবধের ভাগী হতে হয়। হায়! হায়! বিধাতা কেন আমাকে এমন অক্ষোন্মত্ত করেছিলেন!—হে জগন্মাতঃ বসুন্ধরে! তুমি দ্বিধা হও, আমি তোমাতে প্রবেশ করে্য দুঃখের একমাত্র শেষ করি। (পরিক্রমণ করিয়া) আমার বনগমনের কথা শুন্‌লে তিনি যে আমার অনুগামিনী হতে চাবেন, তার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁর দুঃসহ বন-যন্ত্রণা কি করে্য দেখ্‌বো? অসূর্য্যম্পশি রূপলাবণ্যবতী হয়ে কেমন করে বনে প্রচণ্ড তপন-তাপ সহ্য কর্‌বেন? দুগ্ধফেন-

নিভ শয্যায় শয়ন করেয় যাঁর নিদ্রা হতো না, তিনি কেমন করেয় বৃক্ষমূলে শয়ন করেয় নিদ্রা যাবেন্? উত্তম উত্তম খাদ্য সামগ্রীতে যাঁর স্পৃহা হতো না, তিনি কেমন করেয় বনের ফলমূলাদি আহার, ও গিরি নদীর কষায় জল পান করেয় জীবন ধারণ কর্‌বেন? এ সকল দেখা অপেক্ষা আমার মরণই মঙ্গল। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হায়! হায়! বিধাতার মনে কি এই ছিল? তা বিধাতারই বা দোষ কি! সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ।

(গীত।)

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল আড়াঠেকা।

কপালের দোষ আমার নাহি দোষ বিধাতার।
নতুবা বা কি কারণ, কুবুদ্ধি হবে এমন;
অক্ষেতে উন্মত্ত মন, হইবে আমার॥
কহিব দুঃখ কাহায়, দেখে বুক ফেটে যায়,
প্রাণের প্রেয়সী দুখ, পাইবে অপার॥
সুকুমারী রাজবালা, নাহি জানে কোন জ্বালা,
কেমনে দেখিব বনবাস ক্লেশ তার॥

এই যে আমার জীবিতেশ্বরী এই দিকেই আস্‌ছেন। আহা! আমার ভাবনা ভেবে প্রিয়ার বদন-কমল একেবারে মলিন হয়েছে।

(দময়ন্তীর প্রবেশ।)

(প্রকাশে) প্রিয়ে, তোমাকে আমার মুখ দেখাতে লজ্জা হচ্চে; তোমার কথা না শুনে শেষে আমাকে এই দুর্দশায় পতিত হতে হলো। এক্ষণে এ নগরে থাকা আমার আর এক মুহূর্ত্ত ও উচিত নয়; কারণ পুষ্কর আমার সম্পূর্ণ বিপক্ষ হয়েছে। অতএব এ নগর ত্যাগ করো্যে আমার অবিলম্বে বন গমনই বিধি।

দম। (সকাতরে) প্রাণেশ্বর, আপনি যদি বন গমন করেন, তা হলে এ দাসীকেও সঙ্গে করো্যে নিয়ে যেতে হবে। কারণ আপনি ভিন্ন আর আমার কেহই নাই।

নল। প্রিয়ে, তা সত্য বটে। কিন্তু তুমি অতি কোমলাঙ্গী, মার্ত্তণ্ডকিরণ কখন তোমার গাত্র-স্পর্শ করেনি; তবে তুমি কেমন করো্যে বনমধ্যে প্রচণ্ড তপন-তাপ সহ্য কর্‌বে?

দম। প্রাণনাথ, আপনার বিচ্ছেদানলে দহন অপেক্ষা তপন-তাপ কিছু অধিক অসহ্য নয়।

নল। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) আহা! প্রিয়ে, তুমি যদি এ নরাধমকে বরণ না কর্য়ে লোকপাল গণের মধ্যে কাকেও বরণ কত্তে, তা হলে আর তোমাকে কোন দুঃখই ভোগ কত্তে হতো না।

দম। (করযোড়ে) নাথ, আমি ত আপনার নিকট কখন কোন অপরাধ করিনি, তবে আপনি এ দাসীকে ও কথা কেন বল্‌ছেন? আমি যখন আপনার সুখে সুখিনী, আর দুঃখে দুঃখিনী হব বলে প্রতিজ্ঞা কর্য়ে আপনাকে বরণ করেছি, তখন যে আপনার দুঃখের ভাগিনী হব, এ ত বিচিত্র কথা নয়।

নল। (স্বগত) হায় হায়! আমার মতন হতভাগ্য কি আর আছে? আমার জন্যে এমন পতিব্রতা কামিনীকেও কষ্টভোগ কত্তে হলো। (প্রকাশে) প্রিয়ে, তুমি রাজনন্দিনী ও রাজগৃ-হিণী হয়ে কি কর্য়ে দুঃসহ বন-যন্ত্রণা সহ্য কর্‌বে?

দম। প্রাণেশ্বর,আপনার বিরহ-যন্ত্রণা অপেক্ষা আমি বন-যন্ত্রণা সহস্র গুণে লঘু বোধ করি।

নল। প্রিয়ে, চব্য, চুষ্য. লেহ্য. পেয় প্রভৃতি খাদ্য সামগ্রীতে তোমার স্পৃহা হতো না, এক্ষণে আমার অনুগামিনী হয়ে বনের ফল মূলাদি আহার করে্য কি প্রকারে জীবনধারণ কর্‌বে? অতএব প্রিয়ে, তুমি আমার অনুগমনে ক্ষান্ত হও।

দম। (সরোদনে) নাথ, তবে কি আপনি এ অধিনীকে দুর্ব্বৃত্ত পুষ্করের হস্তে সমর্পণ করে্য যেতে চান্?

নল। (স্বগত) তাইত. এরই বা উপায় কি করি? পুষ্কর যখন আমার বিপক্ষ, তখন সে যে আমার অবর্ত্তমানে প্রিয়তমার প্রতি বিপক্ষতা-চরণ কর্‌বে, তার আর সন্দেহ নাই। এখন কি করি! (চিন্তা করিয়া প্রকাশে) প্রেয়সি, বিবেচনা করে্য দেখ্‌লেম যে, তোমার পিত্রালয়ে গমন করাই কর্ত্তব্য; তা হলে তোমাকে আর কোন কষ্টই পেতে হবে না।

দম। নাথ, দাসীকে আপনি এমন অনুমতি

কর্‌বেন না। আমি মহারাজাধিরাজ নলের মহিষী হয়ে, তিনি দুরবস্থায় পতিত হয়েছেন বলে, আমার পিতৃগৃহে বাস অপেক্ষা মরণই মঙ্গল। দেখুন, সুখ দুঃখ মনের ধর্ম্ম। আমি যদি পিত্রালয়ে থেকে অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করে্য আপনার বিরহ-যন্ত্রণা ভোগ করি, তা হলে আমি এক মুহূর্ত্ত কালের জন্যেও সুখী হতে পার্‌বোনা; সে ঐশ্বর্য্য আমার পক্ষে বিষ সদৃশ বোধ হবে। আর বনের ফল মূলাদি আহার করে্য যদি না আপনার বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা ভোগ কত্তে হয়, তা হলে আমি ক্ষণকালের নিমিত্তেও অসুখী হব না। এক্ষণে, আপনি যদি এ দাসীকে পরিত্যাগ করে্য যান, তা হলে আমি অবিলম্বেই প্রাণত্যাগ কর্‌বো। (সরোদনে) প্রাণেশ্বর, আমিত আপনার কাছে কোন দোষে দোষী নই, তবে আপনি কি জন্যে আমাকে অকুল বিচ্ছেদ সাগরে নিক্ষেপ কত্তে চাচ্চেন্? হা বিধাতঃ! তোমার কি এ সামান্য বিড়ম্বনা!—যিনি প্রাণ অপেক্ষাও আমাকে প্রিয়তর বোধ কত্তেন, এক্ষণে তিনিই আবার

পরিত্যাগ করে্যে যেতে চাচ্চেন্?—হায়! হায়! তোমার মনে কি এই ছিল!—তা তোমারই বা দোষ কি—সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ।

নল। (স্বগত) তাইত, এ যে উভয় সঙ্কট দেখ্‌তে পাচ্চি। প্রেয়সীকে যদি সঙ্গে করে্যে না নিয়ে যাই, তা হলে উনি আমার প্রতি যে রূপ অনুরক্তা, তাতে যে আমার বিরহে প্রাণত্যাগ কর্‌বেন, তার আর সন্দেহ নাই। তা হলেও ত আমাকে নারী বধের ভাগী হতে হয়। আর সঙ্গে করে্যে নিয়ে গিয়ে কেমন করেই বা প্রিয়-তমার দুঃসহ বন-যন্ত্রণা স্বচক্ষে দেখ্‌বো। হায়! হায়! আমার অদৃষ্টে কি এই ছিল!

দম। (সানুনয়ে) নাথ, আপনি আমাকে সঙ্গে করে্যে নিয়ে চলুন্। আমি আপনার সঙ্গে থাক্‌লে বনে আপনার অনেক ক্লেশের লাঘব হবে।

নল। প্রিয়ে, তবে আর কি বল্‌বো। এত বোঝালেম, কিছুতেই বুঝ্‌লে না। কিন্তু বন-বাসের দুঃসহ ক্লেশ কথনই সহ্য কত্তে পার্‌বে না।

দম। নাথ, আপনার সঙ্গে থাক্‌লে আমি কোন ক্লেশকেই ক্লেশ বোধ কর্‌বো না।

নল। প্রিয়ে, আর অধিক বলা বাহুল্যমাত্র। এখন চল যাই—অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে; কিন্তু আমার রাজ্যভ্রষ্ট হওয়া অপেক্ষা তোমার বনবাস ক্লেশ স্বচক্ষে দেখা আরো অধিক ক্লেশকর হবে।

দম। নাথ, ও সব কথা আর আপনি মনে কর্‌বেন না।

নল। আর মনে কল্লেই বা কি হবে? বিধাতার মনে যা ছিল তাই হলো। এখন চলো।—

[উভয়ের প্রস্থান।

(ইতি চতুর্থ অঙ্ক।)

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বন।

(কলির প্রবেশ।)

কলি। (স্বগত) এই ত আমি দ্বাপরের সহায়ে পুষ্কর কর্ত্তৃক দ্যূত-ক্রীড়ায় নলরাজাকে পরাজিত করে্যে বনবাসী কল্লেম। এখন দেবগণ কোথা?—তখন যে বড় স্বয়ম্বর সভায় বর দিচ্ছ্লেন; কৈ এখন এসে রক্ষা কত্তে পাল্লেন না!—ওহে, আমি যাকে বেষ্টন করি, কার সাধ্য তাকে আর রক্ষা কত্তে পারে! দেব দেব মহাদেব তিনিই বলেছেন যে, তোমার রাজত্বকালে দেবতাগণের কোন ক্ষমতাই থাক্‌বে না; মনু-ষ্যেরা ধর্ম্ম পথ পরিত্যাগ করে্যে কেবল তোমারই ইচ্ছানুবর্ত্তী হবে; দেবগণকে কেহই মান্‌বে না। সে যা হোক, এ যখন আমার অভিলষিত কামি-নীর পাণিগ্রহণ করেছে, তখন এর সমুচিত প্রতি-

ফল না দিয়ে কখনই নিরস্ত হব না। বনবাসী ত করেইছি এখন দময়ন্তীর সঙ্গে বিচ্ছেদ করে্যে দিয়ে ওকে যথেষ্ট মনঃপীড়া দেবো। আর আমি যখন ওর শরীরের মধ্যে প্রবেশ করেছি, তখন যে ওর এ দুর্ব্বুদ্ধি হবে, তার আর সন্দেহ নাই। আর দময়ন্তী কি নলের বিচ্ছেদে প্রাণে বাঁচ্‌বে!—কমলিনী মৃণালভ্রষ্টা হলে অবিলম্বেই শুষ্ক হয়। (পরিক্রমণ করিয়া) ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবগণ বলেন যে ওদের বিনা দোষে ক্লেশ দেওয়া উচিত নয়; কিন্তু বিনা দোষে দণ্ড বিধান না কল্লে কলির মাহাত্ম্য থাকে কৈ? (পরিক্রমণ করিয়া) এই যে, তারা দুজনে এই দিকেই আস্‌ছে। এখন যাই, আপনার ইষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হই গে।

[অন্তর্ধান।

(দীন বেশে নল ও দময়ন্তীর প্রবেশ।)

দম। প্রাণেশ্বর, এ বিজন বন দেখে আমি অত্যন্ত ভীত হয়েছি; এ বনে কি মনুষ্যের সমা- গম নাই? নাথ, ঐ দেখুন, দিবসে সিংহ ব্যাঘ্র

প্রভৃতি হিংস্রক পশুগণ ভ্রমণ করো বেড়াচ্চে— এ সব দেখে আমার হৃৎকম্প হচ্চে।

নল। প্রিয়ে, আমি পূর্ব্বেই ত তোমাকে বলেছিলেম যে, স্বাপদ সঙ্কুলময় বন মধ্যে তুমি অত্যন্ত ভীতা হবে, আর দুঃসহ বন-যন্ত্রণা কোন মতেই সহ্য কত্তে পার্‌বেনা। প্রিয়ে এখন এর এক উপায় আছে। বিদর্ভ দেশের পথ এখান হতে অধিক দূর নয়। তা বরং চল আমি তোমাকে সেই নগর পর্য্যন্ত রেখে আসি।

দম। নাথ, আপনি যেকালে দুঃসহ বন-যন্ত্রণা সহ্য কত্তে পাচ্চেন, তখন আমি কেন পার্‌বোনা।

নল। প্রিয়ে, আমি স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্চি যে বনভ্রমণ তোমার পক্ষে অত্যন্ত ক্লেশকর হয়েছে, আমি সেই জন্যেই বল্‌ছিলেম, তুমি পিত্রালয়ে গমন কর।

দম। প্রাণেশ্বর, তবে আপনিও কেন সেখানে চলুন না। পিতা আপনাকে প্রাণ অপেক্ষা ভাল বাসেন। আমার বিবেচনায় এ বন-যন্ত্রণা ভোগ করা অপেক্ষা উভয়েরই সেখানে যাওয়া কর্ত্তব্য।

নল। প্রিয়ে, তাও কি কখন হতে পারে! আমিও এক সময়ে তোমার পিতার ন্যায় ঐশ্বর্য্য-শালী ছিলেম ; সেই অবস্থায় যদি সেখানে যেতে পাত্তেম, তাহলে তোমার আনন্দ বর্দ্ধন হতো। এক্ষণে এই দুরাবস্থায় পতিত হয়ে তোমার পিত্রালয়ে গেলে তোমার কেবল শোক বৃদ্ধি হবে বৈ ত নয়। প্রেয়সি, এ অপেক্ষা বন মধ্যে হিংস্রক পশুদ্বারা আক্রমিত হয়ে মৃত্যুই ভাল। এক্ষণে বন ভ্রমণদ্বারা অত্যন্ত ক্লান্ত হয়েছি— এসো, এই বৃক্ষমূলে বসে বিশ্রাম করি।

দম। হাঁ নাথ বসুন্। (উভয়ের উপবেশন)। নাথ, আমিও বনে বনে বেড়িয়ে একবারে চলৎ-শক্তি রহিত হয়ে পড়েছি। এক্ষণে আমার অত্যন্ত অলস ইচ্ছা হচ্চে, আমি একটু নিদ্রা যাই।

নল। এসো প্রিয়ে, তুমি আমার অঙ্কে মস্তক রেখে নিদ্রা যাও। (নলের অঙ্কোপরি দময়ন্তীর শয়ন)। দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া স্বগত) হায়! হায়! সূর্য্য কিম্বা সমীরণ যাঁকে দেখ্‌তে পেতেন না, এক্ষণে তিনি মৃণালভ্রষ্টা

কমলিনীর ন্যায় মলীন হয়ে পড়েছেন। হায়! হায়! বিধাতঃ, তোমার একি সামান্য বিড়ম্বনা!— এই যে, প্রিয়া নিদ্রিতা হয়েছেন। রাজদুহিতা ও রাজগৃহিণী হয়ে এক্ষণে বনযন্ত্রণা এঁর পক্ষে নিতান্ত ক্লেশকর হয়েছে। কি কর্‌বো; উনি যদি এ হতভাগ্যকে বরণ না কর্‌য়ে দেবগণের মধ্যে কাকেও বরণ কত্তেন্, তা হলে এঁকে আর কোন যন্ত্রণাই ভোগ কত্তে হতো না। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া চিন্তায় মগ্ন)।

(একান্তে কলির পুনঃ প্রবেশ।)

কলি। (স্বগত) যদিও নল দময়ন্তীকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসে বটে, কিন্তু আমি নলকে এরূপ মায়া-জালে বেষ্টন করেছি যে, সে প্রাণাধিকা প্রিয়তমাকে পরিত্যাগ কত্যে এক একবার ইচ্ছা কচ্চে। ওহে, কালকূট যে শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে, সামান্য ঔষধে তার কি হতে পারে! আমি যখন ওর শরীরের মধ্যে প্রবেশ করেছি, তখন দময়ন্তী ওকে প্রণয় বাক্যে প্রবোধ দিলেই বা কি, আর না দিলেই বা কি। (চিন্তা করিয়া) কিন্তু

তাও বলি, অকৃত্রিম-প্রণয় ভঙ্গ করা বড় সহজ কথা নয়। এই যে আমি এত চেষ্টা কচ্চি, কিন্তু কিছুতেই শীঘ্র কৃতকার্য্য হতে পাচ্চিনে। যাই হোক, কলির কৌশল কখনই বিফল হবার নয়। এখন দময়ন্তী ত আমারই মায়ায় নিদ্রিতা হয়েছে; তা এই সময় নলকে দুষ্ট বুদ্ধি প্রদান করে্য আমার অভীষ্ট সিদ্ধ করি না কেন!—তাই ভাল।

[অন্তর্দ্ধান।

নল। (স্বগত) তাই ত, এখন করি কি? এরূপ অবস্থায় বনে বনে ভ্রমণ করে্য বেড়ালেই বা কি হবে! আর তা না করেই বা করি কি!—তবে কি আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ? না দময়ন্তীকে পরিত্যাগ করা বিধেয়? (চিন্তা করিয়া) আমি যদি দময়ন্তীকে পরিত্যাগ করে যাই, তা হলে ইনি কখন না কখন অবশ্যই এঁর আত্মীয় ব্যক্তি-দের নিকট যেতে পার্‌বেন। আর ইনি যেরূপ পতিব্রতা ও ধর্ম্মপরায়ণা, তাতে কেহ কখনই এঁর বিরুদ্ধাচরণ কত্তে্য পার্‌বে না। আর এঁকে সঙ্গে করে্য ভ্রমণ কল্লে আমার দুঃখের বৃদ্ধি বই

কখন লাঘব হবে না। তবে তাই ভাল, আর ভেবে চিন্তে কি হবে?——(দময়ন্তীর মস্তক ভূমিতে রাখিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক) প্রিয়ে, বনদেবতাগণ তোমাকে সর্ব্বদা রক্ষা কর্‌বেন; এক্ষণে আমি তোমার নিকট হতে বিদায় হই। জগদীশ্বর যদি কৃপা করে্য দিন দেন, তা হলে পুনর্ম্মিলনে উভয়ে সুখী হবো; নতুবা জন্মের মতন এই পর্য্যন্ত দেখা হলো!——(কিঞ্চিৎ দূর গমন ও প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক সরোদনে) হায়! হায়! আমি কি নিষ্ঠুর! যিনি আমার প্রণয়-পরবশ হয়ে দেবগণকেও বরণ কল্লেন্ না, এক্ষণে সেই সরলান্তঃকরণা কামিনীকে পরিত্যাগ করে্য যেতে উদ্যত হয়েছি? রে কৃতঘ্ন মন! যিনি তোমার নিমিত্তে সংসার সুখ পরিত্যাগ করে্য বনবাসী হলেন, এক্ষণে সেই কুলকামিনীকে কি বলে পরিত্যাগ করে্য যেতে চাও? যিনি আপনার বনবাসক্লেশাপেক্ষা আমার ক্লেশে অধিক দুঃখিত হতেন, এক্ষণে তুমি কি বলে সেই পতিব্রতা কামিনীকে পরিত্যাগ করে যেতে চাচ্চো?

(ক্ষণঃকাল নিস্তব্ধ) হে বন দেবতাগণ! আপনারা কৃপা করে্য এই সহায়বিহীনা কামিনীকে রক্ষা কর্‌বেন। আমি এঁকে পরিত্যাগ করে্য ইচ্ছাকৃত দোষে দোষী হচ্চিনে; এঁর বনবাস-যন্ত্রণা স্বচক্ষে দেখা নিতান্ত ক্লেশকর হয়েছে। এক্ষণে আমি এঁকে পরিত্যাগ করে্য গেলে আপনারা এই কর্‌বেন, ইনি যেন অনায়াসে আপনার আত্মীয় ব্যক্তিদের নিকট যেতে পারেন। তবে আর কেন!—এই সময় প্রিয়ার নিদ্রা ভঙ্গ না হতে হতেই যাই। (কিঞ্চিৎদূর গমন ও প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া) হায়! হায়! আমি যে কোন মতেই যেতে পাচ্চিনে—তবে আর একবার প্রিয়ার চন্দ্রবদন খানি ভাল করে দেখে যাই। (দময়ন্তীর নিকটে উপবেশন করিয়া) প্রিয়ে, তোমাকে পরিত্যাগ করে যেতে কোন মতেই ইচ্ছা হচ্চে না। তুমি যখন নিদ্রাভঙ্গ হয়ে উঠে আমাকে দেখ্‌তে পাবেনা, তখন যে তুমি কি কর্‌বে তা আমি কিছুই বল্‌তে পারিনা। (সরোদনে) হা হত বিধাতঃ! তোমার মনে

কি এই ছিল!—যিনি রাজ-অন্তঃপুরে সর্ব্বদাই সখীগণকর্ত্তৃক বেষ্টিত হয়ে থাক্‌তেন, তিনি নিবিড় বনমধ্যে কেমন করে্য একাকিনী থাক্‌বেন?——

গীত।

রাগিণী পরজ—তাল আড়াঠেকা।

প্রেয়সি মন প্রাণ তব কাছে রাখিয়ে।
বিদায় হই শূন্য দেহ লইয়ে॥
বিধি হয়ে অনুকূল, যদি দেন কূল,
সুখী হব পুনঃ মিলিয়ে॥
ঈশ্বর কৃপা করে, রক্ষিবে তোমারে,
আমি গেলে তোমারে ত্যজিয়ে॥

না—আর এখানে থাকা উচিত নয়। প্রিয়ার নিদ্রাভঙ্গ না হতে হতেই প্রস্থান করি। জীবিতে-শ্বরি, বন মধ্যে তোমাকে রেখে চল্লেম, সে জন্যে তুমি আমাকে দোষী করো না; কারণ বিধাতা আমাদের প্রতি নিতান্ত বিমুখ; নতুবা এরূপ ঘটনা হবে কেন?—প্রিয়ে, এখন আমি চল্লেম্, জগদীশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন।

[দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া দময়ন্তীর প্রতি দৃষ্টি করিতে২ প্রস্থান।

(কলির পুনঃপ্রবেশ।)

কলি। (স্বগত) এই ত আমার অভিলাষ পূর্ণ হলো। কেমন্, এখন তোমার প্রাণাধিক্ নল কোথা রৈল?——তখন যে বড় দেবগণকে পরিত্যাগ কর্য়ে নলের গলায় মালা দিছ্লে? রে নির্ব্বোধ কাম্মিনি! তুই আমার অভিলষিত হয়ে একটা সামান্য মানুষকে বরণ কল্লি! তুই আমার ক্ষমতা কি জান্বি বল!—এমন যে সুরপতি-মহিষী শচী, ও যক্ষরাজ-মহিষী মুরজা, তাঁরাই আমার নামে কাঁপেন—তা অন্য কে কোথা আছে। সে যা হোক্, আমি এখন সুরপুরে যাই; তুমি বনে বনে কেঁদে মর।

[অন্তর্ধান্—আকাশে কোমল বাদ্য।

দম। (নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক স্বগত) কৈ, প্রাণেশ্বর কোথায়? আমাকে এই নির্জ্জন বন মধ্যে একাকিনী রেখে তিনি কোথা গেলেন? নাথ কি আমার সঙ্গে পরিহাস কচ্চেন? আর তাই বা কেমন কর্য়ে বলি!—এরূপ স্থানে এরূপ অবস্থায় পরিহাসই বা কেমন কর্য়ে সম্ভবে!

—তবে কি তিনি আমাকে পরিত্যাগ করো্যে গেলেন! আর তাঁর মতন ধর্ম্মপরায়ণ হয়ে ধর্ম্ম-পত্নীকে পরিত্যাগই বা কিরূপে সম্ভবে! মহারাজ, আপনি যদি লতা বিতানে আবৃত হয়ে আমার সঙ্গে পরিহাস কত্তে আরম্ভ করো্যে থাকেন, তা হলে ক্ষান্ত হোন্, আমি অত্যন্ত ভীতা হয়েছি। (চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া) কৈ, প্রাণেশ্বর ত এখানে নাই। তবে কি তিনি আমাকে যথার্থই পরিত্যাগ করো্যে গেলেন!—(সরোদনে) হে জীবিতেশ্বর! আপনি আমাকে কি অপরাধে পরিত্যাগ করো্যে গেলেন? নাথ, আমি ত সাধ্যানু-সারে আপনার সেবা কত্তে কখনই ত্রুটি করিনি, তবে কি জন্যে নিরপরাধিনী কামিনীকে পরিত্যাগ করো্যে গেলেন?—প্রাণেশ্বর, পূর্ব্বে আপনি লোক-পাল গণের সম্মুখে যা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তা কি আপনি সকলই বিস্মৃত হলেন!—নাথ, কি দোষে আমাকে এই বিজন বিপিনে পরিত্যাগ করো্যে গেলেন?—

গীত।

রাগিণী পাহাড়ি—তাল আড়াঠেকা।

কি দোষে অধিনী দোষী তব চরণে হে।
আমারে ত্যজিবে তুমি জানিনে স্বপনে হে॥
একমাত্র প্রাণপত্তি, অবলা জনের গতি,
সে ধনে বঞ্চিত হলে, কি কায জীবনে হে॥
দেখিয়ে নিবিড় বন, চঞ্চল হতেছে মন,
অবলা জীবন তবে, রাখিবে কেমনে হে॥

নেপথ্যে। আরে শালা, আমি যে দিকে বলি তুই সেই দিকে আয় না।

দম। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) এ কি! যমদূতের মতন ধনুর্ব্বাণ হাতে কর্য়ে কে দুজন এই দিকে আস্‌ছে না! প্রাণেশ্বর, এখন আমি কার শরণাপন্ন হই? (রোদন) ও মা! এই যে তারা দেখ্‌তে দেখ্‌তে এসে পড়লো—তবে আমি এই গাছের আড়ালে একটু লুকুই।

[প্রস্থান।

(দুই জন ব্যাধের প্রবেশ।)

প্রথম। আরে, আমি তোকে যা বলি তা শোন্ না। তুই এই বনে আয়। আমি যে সে দিন এই বনে এক্‌টা হরিং মেরে ছিলুম্, তা তোকে আর কি বল্‌বো!

দ্বিতীয়। দেখ্. ঐ শ্যাল বন্‌টার ভেতর যে খর্‌গোশ আছে, সে কথা আর আমি তোকে বল্‌তে পারিনে। এক তীর হাঁক্‌লে দু তিন্‌টে মারা পড়ে।

প্রথম। আরে শালা, খর্‌গোশ মেরে কি হবে? ওর এক্‌টাতে সেরভোর মাংস ও হবেনা। আর একটা হরিং মার্‌তে পাল্লে যে তিন চার দিনের কায গুচিয়ে যাবে।

দ্বিতীয়। ভাই, আমাদের বৌ বড় খর্‌গো-শের মাস ভাল বাসে; সে শালী খর্‌গোশের মাস পেলে আর কিছু চায় না। আমি শিকার কত্তে আস্‌বার সময়ে সে বলে দেয় যে “আমার জন্যে এক্‌টা খর্‌গোশ মেরে আন্‌তেই হবে।

প্রথম। আরে, সে শালীদের কতা শুন্‌তে

গেলে কায চলেনা। তাদের কি; তারা কেবল ঘরে বসে মদ্দানি কত্তে পারে বৈত নয়। যাদের আস্তে হয়, তারাই টের পায়।

দ্বিতীয়। তুই যা বলিস ভাই, সে বড় ভাল লোক। এই আমি সকাল ব্যালা শিকার কত্তে বেরিয়ে এয়েছি; গিয়ে দেখ্‌বো সে খেয়ে দেয়ে দোরে খিল্ দিয়ে ঘুমুচ্চে; কিন্তু আমি গেলেই সে, ভাই, তক্ষুণি উটে আমাকে ভাত্ বেড়ে দ্যায়। আমি ঘুম্ ভাঙাই বলে সে কখনই রাগ করে না।

প্রথম। তবে তার কথা শুন্তেই হয়। আচ্ছা ভাই, আগে একটা হরিং মেরে আনিগে চল; তার পর যাবার সময় তার জন্যে খর্‌গোশ মেরে নিয়ে যাবো।

দ্বিতীয়। তবে তাই ভাল। (উভয়ের কিঞ্চিৎ গমন)।

নেপথ্যে। হে জীবিতনাথ! এই ভুজঙ্গ দংশনে আমার প্রাণ যায়। তা আমার প্রাণ যাক্ তাতে কোন ক্ষতি নাই; কিন্তু মৃত্যুকালে

যে তোঁমার মুখচন্দ্র দেখ্‌তে পেলেম না, এই বড় খেদ রৈল।

প্রথম। ভাই, এই বনের ভিতর এক্‌টা মেয়েমানুষ কাঁদ্‌চে না?

দ্বিতীয়। হাঁ ভাই, চল্‌ দেখি কোন্‌ দিকে দেখিগে।

নেপথ্যে গীত।

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল একতালা।

এ সময়ে প্রাণপতি রহিলে কোথায় হে।
ভুজঙ্গ দংশনে আজ, প্রাণ মম যায় হে॥
তব সনে দেখা আর, হল না হে পুনর্ব্বার,
মনো দুঃখ তবে মোর, জানাবো কাহায় হে।
তব বিচ্ছেদ বিষেতে, ছিল প্রাণ এদেহেতে,
এখন ভুজঙ্গ বিষে, প্রাণ রাখা দায় হে॥

প্রথম। এই দিকে বোধ হচ্চে। তা চল্‌ দেখি গে।

[প্রস্থান।

নেপথ্যে। ওগো, তুমি যেই হও, আমাকে এই করাল ভুজঙ্গ গ্রাস হতে রক্ষা কর।

নেপথ্যে। ঐ ওরে! মস্ত শাপ রে!—এ দিকে আয়—এ দিকে আয়।

দ্বিতীয়। কোথা রে? ভয় নাই—ভয় নাই।

[প্রস্থান।

(দময়ন্তীর পুনঃ প্রবেশ।)

দম। (স্বগত) আঃ! বাঁচ্‌লেম। জগদীশ্বর রক্ষা কল্লেন।

(দুইজন ব্যাধের পুনঃ প্রবেশ।)

প্রথম। ওরে, সে মেয়ে মানুষটা কোন্ দিকে গেল? চল্ না দেখিগে।

দ্বিতীয়। ঐ যে সাম্নে দাঁড়িয়ে আছে। চল্না ওর কাছে যাই। (উভয়ের কিঞ্চিৎ আগমন)।

দম। বাপু, জগদীশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন।

দ্বিতীয়। তা করেন করবেন। এখন তুমি মেয়ে মানুষ হয়ে একলা এ বনে কি কত্তে এসে-ছিলে বলত? এই আমরা না থাক্‌লেত তোমাকে সাপে খেয়ে ফেলেছিল।

দম। বাছা, আমি নিষধাধিপতি মহারাজ নলের মহিষী। দুর্দ্দৈব বশতঃ উভয়কেই বনবাসী হতে হয়েছিল।

দ্বিতীয়। তা এখন তোমার সে নল কোথা ?

দম। আমি বন ভ্রমণে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে তাঁর অঙ্কে মস্তক রেখে নিদ্রা গিয়েছিলেম। পরে নিদ্রা ভঙ্গ হয়ে তাঁকে না দেখ্‌তে পেয়ে তাঁর অন্বেষণে এই বনে ভ্রমণ কর্য্যে বেড়াচ্চি।

প্রথম। (দ্বিতীয়ের প্রতি জনান্তিকে) ভাই, তবেত সুবিধে হয়েছে—সে নল নেই। তা তুই, ভাই, ওকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঘরে নে যাবার চেষ্টা পা না। আমার ত বিয়ে হয় নি ; ঐ ত আমার ঘরের গিন্নী হয়ে থাক্‌বে। ভাই, ওকে দেখে আমার মনটা একেবারে কেমন হয়ে উঠ্‌লো। তুই, ভাই, আমার জন্যে ওকে দু একটা কথা বুঝিয়ে বল্‌।

দ্বিতীয়। তুই শালা কি স্যায়না! আমি ওকে বলে কয়ে নেযাই, আর তুই ঘরে বসে মজা কর্‌।

প্রথম। রাগ কর্‌রিস্‌ কেন ভাই? তোর একটা

আছে, আমি সেই জন্যে ওকথা বল্‌ছিলেম। তা ওকে নে চল্‌, না হয় আমাদের দুজনকারই থাকবে।

দ্বিতীয়। এ কাযের কথা। তা তুই দাঁড়া, আমি ওকে দুটো বুঝিয়ে বলি। (দময়ন্তীর প্রতি) দেখ ভাই, এ বনে যে বাঘ ভাল্লুক আছে, তাতে কি তোমার নল এখনো বেচে আছে! কোন্‌ কালে তাকে খেয়ে ফেলেছে। তা তুমি বনে বনে একলা বেড়িয়ে কি কর্‌বে; এর চেয়ে বরং আমাদের ঘরে চল।

প্রথম। আমার সঙ্গে।

দ্বিতীয়। গোল্‌ কচ্চিস্‌! তবে হলোনা যা—

প্রথম। না ভাই, আমি চুপ্‌ করে্য রইলুম্‌, তুই বল্‌।

দ্বিতীয়। দেখ, তুমি আমাদের সঙ্গে গেলে খুব্‌ সুখে থাক্‌বে। হরিং, বরা, খরগোশ,— তোমার যা ইচ্ছে হবে তাই এনে দেবো। আর আমাদের কাছে থাক্‌লে তুমি কত মজায় থাক্‌বে। তা তুমি চল, আমাদের ঘরে চল।

প্রথম। ভাই, ও চুপ্ করে আছে; বোধ হয় ওর মর্ম্মে লেগেছে। তা আয় না আমরা নেচে গেয়ে আরো ভুলিয়ে দিই।

দ্বিতীয়। বেস বলেছিস। তা আয় গাই।

উভয়ে গীত।

রাগিণী কালেংড়া—তাল খেমটা।

চললো ধনি তুমি আমাদের ঘরে লো।
যখন যা চাবে এনে যোগাব লো।
অতুল সুখে তোমায় রাখ্‌বো লো।
পাখী আর হরিং, শিকার নিত্য করি লো,
খাবে মনের সুখে, যা মনে চাবে লো॥

(নৃত্য।)

দম। (স্বগত) হে জগদীশ্বর! আপনি কৃপা করে্য এই নৃশংস দুরভীষ্ট ব্যাধের হাত হতে আমাকে রক্ষা করুন। (প্রকাশে) দেখ, আমি যদি আমার জীবিতেশ্বরের পুনরায় দেখা না পাই, তা হলে আমি প্রাণ পরিত্যাগ করে্য তাঁর বিচ্ছেদ যন্ত্রণা হতে মুক্ত হব।

দ্বিতীয়। ও ভাই, ও যে পরাণ পরাণ কি বল্‌চে, ওর পরাণে বুঝি লেগেছে ?

প্রথম। তা নয় রে, তা নয়। ও বল্‌চে "সেই নলের যদি দেখা না পাই তা হলে পরাণ ত্যাগ কর্‌বো। দেখ্‌ ভাই, ও যদি আমাদের কথা না শোনে, তবে আমরা ওকে জোর করে্য ধরে নে যাব। ও মেয়ে মানুষ বই ত নয়, ও ত আমাদের জোরে পার্‌বে না।

দ্বিতীয়। মেয়ে মানুষ কখনই আমার সঙ্গে পারে না। তা দাঁড়া আমি ওকে বলি। (দময়ন্তীর প্রতি) দেখ, তুমি যদি আমাদের কথায় ভালমান্‌ষি করে্য না এসো, তা হলে আমরা তোমাকে জোর করে্য ধরে নিয়ে যাব।

দম। (সরোদনে) হে করুণাময় পরমেশ্বর ! আপনি কৃপা করে্য এই অনাথা কুলকামিনীর ধর্ম্ম রক্ষা করুন। আপনি ভিন্ন এ নিবিড় বন মধ্যে আর আমার কেহই নাই।

প্রথম। ভাই, আমার গায়ে যেন কে আগুন ধরিয়ে দিলে——

দ্বিতীয়। আমিও আর দাঁড়াতে পারিনে। মলুম রে—পুড়ে-মলুম—পুড়ে-মলুম।

[চীৎকার করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

দম। এই যে দুর্ব্বৃত্ত মৃগজীবনেরা ভস্ম হয়ে গেল। হায়! প্রাণেশ্বর, তোমার নিমিত্তে যে আমাকে কত যন্ত্রণাভোগ কত্তে হচ্চে, তা আর কাকে বল্‌বো! আরো যে কত কষ্ট পেতে হবে, তাই বা কেমন করে্য জান্‌বো! হে হৃদয়বল্লভ! আমি আর আপনার বিরহ-যন্ত্রণা সহ্য কত্তে পারিনে; আপনি দেখা দিয়ে আমার প্রাণ রক্ষা করুন। (পরিক্রমণ করিয়া অশোক বৃক্ষের প্রতি) হে অশোক তরুবর! আপনি যদি আমার প্রাণবল্লভকে দেখে থাকেন, তা হলে অনুগ্রহ করে্য বলুন, আমি কোথা গেলে তাঁর দেখা পাব? কৈ, আপনি যে আমার কথার কোন উত্তর দিচ্চেন না!——হায়! হায়! দুর্দশায় পতিত হলে কেহই তার সহায়তা করে না। প্রাণেশ্বর, যদিও আপনি নিরপরাধে আমাকে পরিত্যাগ করে গেলেন, কিন্তু যত দিন আমার

দেহে প্রাণ থাক্‌বে, আমি তত দিন পর্য্যন্ত আপনার অন্বেষণ কর্‌বো; দেখি বিধি অনুকূল হন্ কি না।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বন।

(নলের প্রবেশ।)

নল। (স্বগত) এই ত দময়ন্তীকে পরিত্যাগ করে্য এলেম। এখন কি করি! কোথায় যাই? আহা! আমি বল্‌তে পারিনে যে নিদ্রাভঙ্গ হয়ে সেই পতিপ্রাণা কামিনী কি পর্য্যন্ত ব্যাকুল হয়েছেন। এই জনশূন্য বনমধ্যে তাঁর আর কেহই নাই। হায়! হায়! আমি কি নিষ্ঠুর! আমি তাঁকে পরিত্যাগ করে্য চণ্ডালের ন্যায় কর্ম্ম করেছি। হা হত বিধে! তুমি কেন আমাকে এমন দুর্বুদ্ধি প্রদান কল্লে?

(কাষ্ঠচ্ছেদক বেশে কলির প্রবেশ।)

কলি। মশাই, আপনি কে গা? আপনার আকার দেখে বোধ হচ্চে যে আপনি বনবাসী নন্। এই ভয়ঙ্কর বন, চার্দিকে বাঘ ভাল্লুক চরে বেড়াচ্চে, আপনি কি ভরসায় এখানে এক্লা দাঁড়িয়ে রয়েছেন?

নল। আমি নিষধ-অধিপতি; আমার নাম নল। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা পুষ্কর কর্ত্তৃক দ্যূত ক্রীড়াতে রাজ্যচ্যুত হয়ে বনবাসী হয়েছি।

কলি। কি বল্লেন মশাই! আপনারই নাম নল! দেখুন, খানিক ক্ষণ আগে একটি পরম সুন্দরী মেয়ে মানুষকে বাঘে ধরে নিয়ে গেল। বাঘটা যখন তাকে ধরে নিয়ে যায়, তখন সে আপনারই নাম করে্য কাঁদ্‌ছিল।

নল। (সরোদনে) তবে কি আমার জীবিতেশ্বরী হিংস্রক পশু কর্ত্তৃক বিনাশিত হয়েছেন!— হা প্রাণাধিক প্রিয়তমা! হা চারুহাসিনি! হা পতিপ্রাণা দময়ন্তি! তুমি অনাথা হয়ে বন মধ্যে ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক ভক্ষিত হবে বলে কি এ নরাধমকে

বরণ করেছিলে ?——রে কঠিন প্রাণ! তুই এ কথা শুনে এখনো এ দেহে বাস কচ্চিস ? তুই যে আর সে পতিপ্রাণা কামিনীর মুখচন্দ্র দেখ্‌তে পাবিনে—আর সে সুধাময় বাক্যও শুন্তে পাবিনে —তোর এই মুহূর্ত্তেই সেই সরলার সহগামী হওয়া উচিত,—হা প্রেয়সি! তোমার অদৃষ্টে কি এই ছিল!—(মূর্চ্ছা)।

কলি। (স্বগত) এই ত আমার মনস্কামনা পূর্ণ হলো। রে নরাধম! তুই যখন আমার মনোনীত কামিনীর পাণিগ্রহণ করেছিস, তখন তোর এই রূপই ফলভোগ করা উচিত। এখন যাই; আর এ খানে থাক্‌বার প্রয়োজন কি।

[অন্তর্ধান।

নল। (চেতন হইয়া সরোদনে) প্রানেশ্বরি, আমি কি তোমার প্রফুল্ল বদন-কমল আর এ জন্মে দেখ্‌তে পাবনা ? তোমার সে সুধাময় বাক্যে আর কি আমার কর্ণকুহর শীতল হবেনা ? তোমার সে মরাল বিনিন্দিত গমন আর কি দেখ্‌তে পাব না ? তুমি কি মৃণাল অপেক্ষা

কোমল বাহুযুগল দ্বারা অকৃত্রিম প্রেমের সহিত আর আলিঙ্গন কর্‌বে না? হায়! হায়! প্রিয়ে, তুমি কোথা গেলে?

গীত।

রাগিণী ভৈরবী—তাল মধ্যমান।

যারে যারে যাও রে প্রাণ এ দেহ ত্যজিয়ে।
জান না সে তোমা লাগি, হইয়ে স্বজন ত্যাগী,
হারাল জীবন ধন, বন মাঝে আসিয়ে॥
আর কি মধুর হাসি, পরিমল মুখশশী,
পাইবে দেখিতে তুমি, আমার দেহে থাকিয়ে।

নেপথ্যে। হে পুণ্যশ্লোক নল! আপনি যদি এ বনে থাকেন, সত্বর এসে আমাকে মুক্ত করুন।

নল। (সচকিতে) এ কি! আমাকে সম্বোধন করে্য কে এ কথা বল্‌ছে?

নেপথ্যে। হে নলরাজ! আমি অত্যন্ত ক্লেশ পাচ্চি; আপনি শীঘ্র এসে আমাকে মুক্ত করুন।

নল। দূরে ওটা দাবানল বোধ হচ্চে না?

আর ঐ খান থেকেই এই কথা শোনা যাচ্ছে। যা হোক, একবার কাছে গিয়ে দেখিই না কেন ব্যাপারটা কি।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

তপোবন সন্নিধ বন।

(দময়ন্তীর প্রবেশ।)

দম। (স্বগত) এ বন যে কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ, তার কিছুই জান্তে পাচ্চিনে। আমি কদিন আহার নিদ্রা ত্যাগ করে্য কেবল ভ্রমণ করে্য বেড়াচ্চি; কিন্তু এমন একটি মনুষ্যকে দেখ্তে পাচ্চিনে যে তাকে জিজ্ঞাসা করি। হায়! হায়! আমার অদৃষ্টে কি এই ছিল? আমি মহারাজাধিরাজ ভীমসেনের কন্যে, ও পুণ্যশ্লোক নলরাজার মহিষী হয়ে আমার কপালে

এই হলো! (রোদন)। হা পিতা মাতা! আমি তোমাদের কত আদরের মেয়ে ছিলেম; এক্ষণে সহায়বিহীনা হয়ে একাকিনী বনে ভ্রমণ করে্য বেড়াচ্চি, এ কথা তোমরা কিছুই জান্‌তে পাচ্চ না। আমি বনে বনে বেড়িয়ে এরূপ অবসন্ন হয়ে পড়েছি যে, বোধ হয় যেন শীঘ্র আমাকে কালের করাল গ্রাসে পতিত হতে হবে। আহা! জগদীশ্বর কৃপা করে্য তাই করুন। তা হলে আমি এ যন্ত্রণা হতে একেবারে মুক্ত হই। বনে বনে বেড়িয়ে এরূপ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি যে আর চল্‌তে পারিনে। এখন একটু এই সুশীতল বটগাছের ছায়ায় বসি, (উপবেশন)। আহা! স্থানটি কি রমণীয়! বোধ হচ্চে এটি তপোবন হবে। এই যে, আহুতির ধূমে বৃক্ষের পত্র গুলি সব বিবর্ণ হয়ে গেছে। চতুর্দ্দিকে নানাবিধ বন-কুসুম প্রস্ফুটিত হয়ে কি সুগন্ধই বেরুচ্চে! আমার বোধ হচ্চে আমি যেন নন্দনকাননে বসে আছি। কিন্তু প্রাণেশ্বরের অদর্শনে প্রাণ যে কি পর্য্যন্ত ব্যাকুলিত হচ্চে, তা আর কাকে জানাব!

হায়! হায়! জীবিত নাথ, তুমি আমাকে কি দোষে পরিত্যাগ করে্য গেলে? (রোদন)।

নেপথ্যে গীত।

রাগিণী পিলু—তাল কাওয়ালী।

জয় ত্রিলোক পালক নাশক মহেশ্বর।
হুতাশ ভালক দিগম্বর॥
সুরারি নাশন, বৃষেশ বাহন,
ভুজঙ্গ ভূষণ, হর জটাধর।
বিষাক্ত কণ্ঠক, কৃতান্ত বঞ্চক,
ত্রিশূল ধারক, শিব শুভঙ্কর॥

দম। (গাত্রোত্থান করিয়া) কে একজন তেজঃপুঞ্জ তপস্বী এই দিকে আস্‌চেন না? বোধ হয় যেন বিধাতা আমার দুঃখে দুঃখিত হয়ে আমাকে সান্ত্বনা কর্‌বার জন্যে ঋষি রূপে এই দিকে আস্‌চেন।

(বশিষ্ঠের প্রবেশ।)

দম। (অগ্রসর হইয়া) ভগবন্, আপনার চরণে প্রণিপাত করি। (ভূমিষ্ঠ প্রণাম।)

বশি। বৎসে, কল্যাণমস্তুতে।

দম। ভগবন্. তিমিরাবৃত রজনীযোগে দিক্-ভ্রান্ত পথিক যদি সম্মুখে কোন গৃহস্থের আলয় দেখে; সে যেমন গৃহীর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে, আমিও সেইরূপ আপনার শরণাপন্ন হলেম।

বশি। (স্বগত) এ কন্যাটির বাক্‌পটুতা দেখে বোধ হচ্চে এটি কোন মহৎ বংশোদ্ভবা হবে। (প্রকাশে) বৎসে, হর কোপানলে কুসুমায়ুধ পুনরায় ভস্ম হয়েছেন না কি? তাই তুমি তাঁরই নিমিত্তে বনমধ্যে একাকিনী বিলাপ কচ্চো। কল্যাণি, তোমার অঙ্গ সৌষ্ঠব দেখে বোধ হচ্চে যেন তুমিই সেই রতিদেবী; দুর্দৈব-বশতঃ পৃথিবীতে অবতীর্ণা হয়েছ। বৎসে, তুমি কে? পরিচয় প্রদান কর।

দম। ভগবন্, আমার দুঃখের কথা আর কেন জিজ্ঞাসা করেন! আমার দুঃখের কথা শুন্‌লে পাষাণও বিদীর্ণ হয়।

বশি। বৎসে, ধৈর্য্যাবলম্বন করো্যে তুমি কে বল।

দম। ভগবন্, আমি বিদর্ভদেশাধিপতি মহারাজ ভীমসেনের দুহিতা ও নিষধাধিপতি ধর্ম্মপরায়ণ মহারাজ নলের মহিষী। আমার স্বামী, দেবর পুষ্কর কর্ত্তৃক অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত হয়ে, আমাকে সঙ্গে করে্য বনবাসী হয়ে ছিলেন। দুঃখের কথা কি বল্‌বো! বল্‌তে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। বনভ্রমণে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে এক দিন আমি তাঁর অঙ্কে মস্তক রেখে নিদ্রা যাচ্ছিলেম; পরে নিদ্রাভঙ্গ হয়ে দেখি যে, তিনি আমার নিকট নাই। সেই অবধি যুথভ্রষ্টা কুরঙ্গিণীর ন্যায় বনে বনে তাঁর অন্বেষণ করে্য বেড়াচ্চি; কিন্তু কোন মতেই তাঁর দর্শন পাচ্চিনে। (রোদন)।

বশি। (স্বগত) আহা! দিবাকরের বিরহে কমলিনী যেরূপ মলীনা হয়, পতি-বিরহে পতিপ্রাণা রমণীরাও সেই রূপ হয়ে থাকে। শিব, শিব, শিব! (প্রকাশে) বৎসে, রোদনে নিবৃত্ত হও। দেখ, জীব মাত্রেই সুখ দুঃখের ভাগী। সুখান্তে দুঃখ ও দুঃখান্তে সুখ আছেইত। দেখ, এমন যে চিরস্মরণীয়া সাধ্বীসতী সাবিত্রী তাঁকেও

ক্ষণকালের জন্যে তাঁর পতির নিমিত্তে বিলাপ করতে হয়েছিল।

দম। ভগবন্, ভগবতী সাবিত্রী দেবী সত্যবানের সহিত পুনর্ম্মিলন দ্বারা সুখিনী হয়েছিলেন। আমি কি আমার প্রাণনাথের পুনরায় দেখা পাব?

বশি। ভদ্রে, আশ্বস্ত হও। আমি যোগপ্রভাবে অবগত হচ্চি—দুর্বৃত্ত কলি কর্ত্তৃক তোমাদের এ দুরবস্থা হয়েছে। সেই অক্ষ-রূপ ধারণ করো পুষ্করের সহায়তার দ্বারা তোমার স্বামীকে বনবাসী করেছে; এবং সেই দুরাত্মাই তোমার পতির দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে তাঁকে দুর্বুদ্ধি প্রদান করো তোমাদের এরূপ বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে। বৎসে, ধৈর্য্য হও। কিছুকাল পরে তোমার স্বামীর সহিত পুনর্ম্মিলন দ্বারা চির সুখিনী হবে। তোমার স্বামী কর্কট কর্ত্তৃক বরপ্রাপ্ত হয়ে সম্প্রতি অযোধ্যা নগরে মহারাজ ঋতুপর্ণের নিকট সারথীর কার্য্যে নিযুক্ত হয়েছেন। ভদ্রে, সুবর্ণ যেমন অগ্নি দহন দ্বারা উজ্জ্বলতা লাভ করে, তুমিও সেইরূপ বিপদ-অগ্নিহতে উদ্ধার হয়ে তোমার যশোভাতির সম-

ধিক উজ্জ্বলতা লাভ কর্‌বে। এই বনের অনতি-দূরেই চেদি নগরে গমনের পথ আছে; তুমি সেই পথ দ্বারা গমন কর; যত দিন পর্য্যন্ত তোমার সৌভাগ্য-শশীর পুনরুদয় না হয়, তত দিন পর্য্যন্ত সুবাহু রাজার রাজধানী চেদিনগরে গিয়ে অবস্থিতি কর। এক্ষণে আহুতি প্রদানের সময় উপস্থিত—আর বিলম্ব কর্‌তে পারিনে! তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক্। (অন্তর্ধান্)।

দম। এ কি! দেখ্‌তে দেখ্‌তে সেই তেজঃ-পুঞ্জ মহাত্মা কোথা গেলেন! এই যে তিনি আমাকে আশ্বাস বাক্যে সান্ত্বনা কচ্ছিলেন। (করযোড়ে) প্রভ, দাসীর প্রতি সদয় হয়েও আবার কি জন্যে নির্দয় হলেন। আমি আপনার আশ্বাস বাক্যে মৃত্যু দেহে প্রাণ পাচ্ছিলেম। নিদাঘ কালে বারিবর্ষণ হলে চাতকিনী যেমন সুশীতল হয়, আমিও সেই রূপ আপনার প্রবোধ বাক্য বর্ষণ দ্বারা সুশীতল হচ্ছিলেম। ভগবন্, আপনি সহসা কোথা গেলেন? (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) এ কি! এঁরা দুজন কে এদিকে

আস্‌ছেন ? বোধ হচ্চে এঁরা দুজন কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হবেন। যাই হোক, একটু গাছের আড়ালে দাঁড়াই; দেখি না, ওঁরা এখানে কি নিমিত্তে আস্‌ছেন। (বৃক্ষান্তরালে অবস্থিতি)।

(দুই জন বণিকের প্রবেশ।)

প্রথম। ভাই, এইত সে তপোবন; ঐ ভগবান বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণের পর্ণকুটীর দেখা যাচ্চে। বেলাটাও প্রায় অপরাহ্ন হয়েছে। এই যে ভগবান প্রভাকর অস্তাচল চূড়াবলম্বী হয়েছেন। তা আজ্ আমাদের ঐ ঋষিগণের নিকট আতিথ্য স্বীকার কল্লে হয় না ?

দ্বিতীয়। হাঁ, তাতে কোন বিশেষ হানি নাই। কিন্তু এখান হতে পয়োষ্ণি নদী অধিক দূর নয়; বোধ হয় আমরা সন্ধ্যের অতি অল্পক্ষণ পরেতে সেখানে উত্তীর্ণ হতে পার্‌ব। আর আমাদের চেদিনগর গমনের সঙ্গীরা সেই খানকার পান্থশালায় আমাদের নিমিত্তে অপেক্ষা কচ্চে। আমার বিবেচনায় একেবারে সেখানে যাওয়াই উচিত।

দম। (স্বগত) বোধ হয় জগদীশ্বর কৃপা করো্যে আমার সঙ্গী মিলিয়ে দিলেন।

প্রথম। (অবলোকন করিয়া) ভাই, ঐ গাছ্‌তলাতে কেমন এক্‌টি পরমসুন্দরী স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে আছে দেখেছ? বোধ হয়, এই তপোবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবীই বৃক্ষমূলে দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু ওঁর মলিন বেশ ও বিষণ্ণ বদন দেখে বোধ হচ্চে কোন মহদ্বংশোদ্ভবা কামিনী দুরবস্থায় পতিত হয়ে চিন্তার্ণবে মগ্ন আছেন। যা হোক, একবার চল,কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি, উনি কে।

দ্বিতীয়। না হে না, আমার বোধ হয় ও কোন মায়াবিনী রাক্ষসী হবে; তা ওর কাছে যাবার কোন আবশ্যক নাই।

প্রথম। তোমার যদি এত ভয় হয়ে থাকে, তবে গিয়ে কায্‌ নাই—আমিই না হয় জিজ্ঞাসা কচ্চি।

দ্বিতীয়। তুমি ত ভারি পাগল হে! ও যেই হোক্‌ না কেন, ওর সঙ্গে আলাপ কর্‌বার প্রয়োজন কি?

প্রথম। আর তাতে ক্ষতিই বা কি আছে? যা হোক, আমি একবার জিজ্ঞাসা করি। (অগ্রসর হইয়া) সুন্দরি, তোমার রূপ লাবণ্য দেখে বোধ হচ্চে তুমি কোন রাজনন্দিনী ও রাজগৃহিণী হবে। এ বনমধ্যে একাকিনী কি জন্যে রয়েছ?

দম। মহাশয়, আমার ক্ষত্রকুলে জন্ম। আমি স্বামী সমভিব্যাহারে বনবাসিনী হয়েছিলেম। দুর্দ্দৈববশতঃ তাঁর সহিত বিচ্ছেদ হওয়াতে তাঁরই অনুসন্ধান করে্য বেড়াচ্চি। মহাশয়, আপনারা কে? আর এখন কোথা যাচ্চেন্?

প্রথম। আমরা বণিক; সম্প্রতি বাণিজ্যার্থে সুবাহু রাজার রাজধানী চেদিনগরে গমন কর্‌বো।

দম। মহাশয়, আপনারা অনুগ্রহ করে্য যদি আমাকে সঙ্গে করে সেই চেদিনগরে নিয়ে যান্, তা হলে আপনারা আমার পিতার ন্যায় উপকার করেন্।

প্রথম। (দ্বিতীয়ের প্রতি জনান্তিকে) ভাই, এই কামিনীটি কোন মহৎ বংশোদ্ভবা সম্প্রতি

দুরবস্থায় পতিতা হয়েছেন্। তা চলঁ ওঁকে সঙ্গে করে আমরা সে খান্ পর্য্যন্ত নিয়ে যাঁই।

দ্বিতীয়। আচ্ছা, তুমি যা ভাল বিবেচনা কর।

প্রথম। ভদ্রে, তবে তুমি আমাদের সঙ্গে এসো। চল সে খানে যাওয়া যাক্।

দম। মহাশয়, আপনারা আমার প্রতি এরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করেঁ আমার পিতার ন্যায় উপকার কল্লেন।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি পঞ্চম অঙ্ক।

ষষ্ঠাঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

চেদিদেশ—রাজপথ।

(দময়ন্তীর প্রবেশ।)

দম। (স্বগত) এইত আমি সেই মহর্ষির কথানুযায়ী এ নগরে এলেম। এখন যাই কোথা? কাকেও চিনিনে; কারইবা শরণাপন্ন হই? আমার এ দুরবস্থা দেখে নগর-বালকেরা পাগ-লিনী বলে আমার গায়ে ধূলো দিচ্চে। হায়! হায়! বিধাতা আমার অদৃষ্টে এতও লিখে ছিলেন! প্রাণেশ্বর, আমি তোমারই অনুসন্ধানে কেবল উন্মাদিনীর ন্যায় ভ্রমণ করে্যে বেড়াচ্চি; কিন্তু নাথ, তুমিত আমাকে একবারও অনুসন্ধান কল্লে না। আর তাই যদি কর্‌বে, তবে আর কেন আমাকে একাকিনী বনমধ্যে পরিত্যাগ করে্যে যাবে। বিধাতা এ হতভাগিনীর অদৃষ্টে কেবল দুঃখই লিখেছিলেন; মৃত্যু লিখ্‌তে ভুলে গিছ্‌-লেন। আঃ!—আর চল্‌তে ও পারিনে, শরীরটে

একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়েছে। তা এখন একটু এই অট্টালিকার ছায়াতে বসি। (উপবেশন)।

(পরিচারিকার প্রবেশ ।)

পরি। (স্বগত) রাজমহিষী বল্লেন, ‘ আমি ছাতের উপর থেকে দেখ্‌লেম, এক্‌টি পরমাসুন্দরী রমণী মলিন বেশে বিরস বদনে বসে রয়েছে ; তুই তাকে ডেকে আন্‌গে।” তা কৈ ? কাকেও ত দেখ্‌তে পেলেম্ না। তবে একবার ঐ দিক্‌টে ঘুরে আসি, যদি দেখ্‌তে পাই। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দময়ন্তীকে অবলোকন পূর্ব্বক) এই যে, সেই স্ত্রীলোকটি এই খানেই বসে রয়েছে। আ মরি মরি! কি অপরূপ রূপ! এমন সুন্দরী ত কোথাও দেখিনে।

গীত।

রাগিণী ভৈরবী—তাল পোস্তা।

শরদশশী সমান এ রমণীর বয়ান।
হেরিলে এ নারীরূপ রতিদেবী লজ্জা পান॥
যেন অকলঙ্ক শশী, ভুমেতে পড়েছে খসি,
পুরুষ কি ছার হেরিলে ভোলে নারীর প্রাণ।

হেরিলে ইহার বর্ণ, বিবর্ণ হয় স্থবর্ণ,
স্থকোমল ভুজদ্বয় যেন মৃণাল সমান॥
পীনোন্নত পয়োধরে, মরি কিবা শোভা করে,
হেরিলে এর কটি দেশ সিংহ হয় মৃয়মাণ।
তড়িত জিনিয়ে শোভা, এ নারীর রূপ প্রভা,
হেরিলে রূপ মাধুরী যোগীজন মোহ যান॥

(অগ্রসর হইয়া প্রকাশে) হ্যাঁ গা, এখানে মলিন বেশে বিরস বদনে বসে তুমি কে গা ?

দম। আমার দুঃখের কথা আর কেন জিজ্ঞাসা কর। আমার মতন হতভাগিনী বোধ হয় এ পৃথিবীতে আর কেহই নাই। তুমি কি এই নগর নিবাসিনী ?

পরি। হাঁ, আমি এই স্থবাহুরাজনন্দিনী স্থনন্দার সখী। বালকেরা তোমার মলিন বেশ দেখে তোমাকে বিরক্ত কচ্চে, তাই রাজমহিষী ছাতের উপর থেকে দেখে আমায় ডেকে নিয়ে যেতে বল্লেন্। ভাই, তুমি কি জন্যে এরূপ দুর-বস্থায় পড়েছ ?

দম। আমার দুঃখের কথা আর কি বোল্‌বো। আমার পতি সর্ব্বাংশে গুণবান, আর আমার

প্রতি একান্ত অনুরক্ত ছিলেন। দুর্ব্বিপাক বশতঃ তাঁকে বনবাসী হতে হয়েছিল, আমিও তাঁর অনুগমন করেছিলেম।

পরি। তার পর ?

দম। তার পর, আমি এক দিন নিদ্রায় একান্ত অভিভূত হয়েছিলেম, সেই সময় তিনি আমাকে নিবিড় বনমধ্যে একাকিনী রেখে কোথায় যে চলে গেছেন, তার কিছুই অনুসন্ধান কত্তে পারিনে। আমি সেই অবধি আহার নিদ্রা ত্যাগ করে দিন যামিনী কেবল তাঁরই অন্বেষণ করে বেড়াচ্চি, কিন্তু কোন খানেই তাঁর দেখা পাচ্চিনে। (রোদন)।

পরি। ভাই, আর তুমি কেঁদ না। আহা! তোমার কথা শুনে আমার বুক্ যেন ফেটে যাচ্যে। কি করবে ভাই, বিধাতার লিখন কেহই খণ্ডন কত্যে পারে না।

গীত।

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী—তাল কাওয়ালি।

যাহা বিধির লিখন।
অন্যথা করিতে কেহ পারে কি কখন॥

চক্রবাক চক্রবাকী, দিবসেতে মহা সুখী,
নিশিতে বিচ্ছেদ বল হয় কি কারণ ॥
কিন্তু গো দুঃখ কখন, থাকেনাকো চিরদিন,
অমা নিশা পরে হয় শশীর শোভন ॥

তা তুমি আমাদের রাজমহিষীর কাছে চল। তিনি পরম দয়াশীলা; তোমার এ দুঃখের কথা শুন্‌লে তিনি তোমাকে আপন কন্যার ন্যায় প্রতিপালন কর্‌বেন, আর তোমার স্বামীর অন্বেষণে বিশেষ যত্নবতী হবেন।

দম। (স্বগত) তবে তাই যাই। কেবল এরূপ উন্মাদিনীর মত ভ্রমণ করে বেড়ালেই বা কি হবে। প্রাণেশ্বর, তোমার নিমিত্তে যে আমি কত যাতনা ভোগ কচ্চি, তার তুমি কিছুই জান্‌তে পাচ্চনা। (প্রকাশে) আচ্ছা ভাই, চল, তোমাদের রাজমহিষীর কাছে যাই।

পরি। এসো ভাই, এই দিক দিয়ে এসো।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

চেদিদেশ—রাজোদ্যান।

(সুদেবের প্রবেশ।)

সুদেব। (স্বগত) আমি বিদর্ভদেশাধিপতি রাজা ভীমসেনের আদেশানুসারে তাঁর দুহিতা দময়ন্তীর অনুসন্ধানে ভ্রমণ করে বেড়াচ্চি। উঃ—কত দেশ যে পর্য্যটন কর্‌লেম, তা আর বলা যায় না। কত পর্ব্বত, কত বন, কত নদ, কত নদী উত্তীর্ণ হয়ে শেষে এই সুরম্য চেদিনগরে এসে উপস্থিত হয়েছি; কিন্তু কোন খানেই ত সেই সু-লক্ষণা দময়ন্তীর অনুসন্ধান কর্‌তে পাল্যেম না। তাই ত, এখন কি করা যায়? মহারাজ বলেছেন, যে তাঁর দময়ন্তীর অনুসন্ধান কত্যে পার্‌বে, তাকে তিনি একসহস্র গাভী ও নগরতুল্য একখানি গ্রাম দেবেন। তা সে আশাও ত পরিত্যাগ কত্তে পারিনে। যাই হোক, আর কিছুকাল ভ্রমণ করে দেখিই না কেন, যদি কোন রূপে অনুসন্ধান পাই; এক্ষণে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছি; ক্ষণকাল

এই বৃক্ষমূলে বসে শ্রান্তি দূর করা যাক (উপবেশন)। আহা! এ উদ্যানটি কি রমণীয়! স্থানে স্থানে নানাবিধ কুসুম প্রস্ফুটিত হয়ে কি অপূর্ব্ব শোভাই সম্পাদন কচ্চে!

নেপথ্যে গীত।

রাগ মালকোষ—তাল আড়াঠেকা।

প্রণয় সুখের সার তবে সই হইত।
বিচ্ছেদ-ভুজঙ্গ যদি অঙ্গেতে না দংশিত॥
মৃণাল কণ্টকহীন, শশী কলঙ্কবিহীন,
চন্দনে কুসুম যদি, হত বিকশিত।
যার লাগি কাঁদে মন, সে যদি ভাবে তেমন,
অমরাপুরীর সম, সুখে ধরা পূরিত॥

(নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) দুটি পরমাসুন্দরী কামিনী এই দিকে আস্‌চেন! ওদের মধ্যে একটীর কি অপরূপ রূপলাবণ্য! বোধ হয় যেন সাক্ষাৎ রতিদেবী সখী সমভিব্যাহারে উপবনে বিহার কচ্চেন্। (গাত্রোত্থান করিয়া) কেমন হলো! এ কন্যাটি আমাদের রাজ-

কন্যা দময়ন্তীর মতন বোধ হচ্চে না ? (সপুলকে) তার সন্দেহ কি ; বোধ হয় জগদীশ্বর এত দিনের পর কৃপা করো মহারাজ ও রাজমহিষীয় মনোদুঃখ বিমোচন কল্লেন্, ও আমারও দরিদ্রতা দূর কল্লেন্। যদিও বৈদর্ভী প্রিয়-বিরহে ও বন্ধুজন-বিহীনা হয়ে আতপ-তাপে তাপিত কমলিনীর ন্যায় ও জলধরাবৃত চন্দ্রমার ন্যায় নিতান্ত মলিনা হয়ে পড়েছেন, তথাপি ভস্মরাশি সমাচ্ছন্ন অনলের ন্যায় প্রভা দেখা যাচ্চে।

(দময়ন্তী ও পরিচারিকার প্রবেশ।)

পরি। সখি স্বৈরিন্ধ্রি, চল আমরা ঐ সরোবরের ধারে বেড়াইগে।

দম। আচ্ছা সখি, চল।

সুদেব। (অগ্রসর হইয়া দময়ন্তীর প্রতি) রাজনন্দিনি, আমি আপনার ভ্রাতার দয়িত সখা, আমার নাম সুদেব। আমি আপনার পিতার আদেশানুসারে আপনার অনুসন্ধানে এখানে এসেছি। আপনার পিতা মাতা ও ভ্রাতৃগণের

সমস্ত মঙ্গল; কিন্তু তাঁরা সকলে আপনার বিরহে মৃতকল্প হয়ে আছেন। শত শত ব্রাহ্মণ আপনার অন্বেষণে সমুদয় পৃথিবী পরিভ্রমণ করে্য বেড়াচ্চে; শুভাদৃষ্ট বশত আজ্ আমি আপনার দেখা পেলেম।

দম। হা আমার পোড়া কপাল্! এত দিনের পর কি পিতা মাতার আমাকে মনে পড়েছে! আমি যে এত কাল কি পর্য্যন্ত কষ্ট পেয়েছি, তা আর কি বোল্‌বো (রোদন)।

পরি। (সুদেবের প্রতি) মহাশয়, ইনি কে? আর কি জন্যেই বা এরূপ দুরবস্থায় পড়েছেন?

সুদেব। ইনি বিদর্ভদেশাধিপতি রাজা ভীমসেনের কন্যা, ও নিষধাধিপতি সর্ব্বগুণালঙ্কৃত মহারাজ নলের মহিষী। দুর্দৈব বশতঃ এরূপ দুরবস্থায় পতিতা হয়েছেন। আর এঁর পিতা এঁরই অনুসন্ধানের নিমিত্তে আমাকে প্রেরণ করেছেন।

পরি। (দময়ন্তীর প্রতি) সখি, আর তুমি কেঁদ না।

গীত।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালি।

প্রাণসখি তুমি আর করোনা রোদন।
বিধি হয়ে অনুকূল দিলেন কূল,
এত দিনে মনোদুঃখ হলো তব বিমোচন ॥
হলো উদিত তোমার সুখ শশী,
ঘুচিল দুঃখ তিমির রাশি,
কেঁদনা কেঁদনা কেঁদনা সই,
পাবে প্রাণপতি সুখনীরে হবে মগন ॥

তা, সখি, এখন চল, এঁকে নিয়ে রাজমহিষীর কাছে যাই।

দম। আচ্ছা সখি। (সুদেবের প্রতি) মহাশয় রাজমহিষীর কাছে চলুন্।

সুদেব। যে আজ্ঞা, তবে চলুন্।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি ষষ্ঠাঙ্ক।

সপ্তম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বিদর্ভ দেশ—রাজ স

(রাজা, মন্ত্রী, ও এক জন ব্রাহ্মণ আসীন্।)

রাজা। মন্ত্রি, মহারাজ ঋতুপর্ণ সহসা যে এখানে এলেন্. এর কারণ কি ?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, তিনি যে এত দূর কষ্ট স্বীকার করে্য আপনার সঙ্গে দেখা কত্তে এলেন্, এর বিশেষ কারণ ত কিছুই বল্লেন্ না। আমার বোধ হয়, আপনার নিকট কোন প্রয়োজন থাক্‌বে।

রাজা। না—কৈ; সে কথা ত তিনি কিছুই বল্লেন্ না।

ব্রাহ্মণ। মহারাজ, আমি তাঁর সারথির মুখে শুন্‌লেম যে. মহারাজ ঋতুপর্ণ দময়ন্তীর পুনঃ স্বয়ম্বরের নিমন্ত্রণে এখানে এসেছেন। পরে এ খানে এসে. তার কোন উদ্যোগ না দেখাতে,

'কেবল সাক্ষাৎ কত্তে এসেছি,' এই কথাই বল্‌ছেন।

রাজা। সে কি? দময়ন্তীর পুনঃ স্বয়ম্বর? আর তাঁকে নিমন্ত্রণ বা কে কল্লে?

(মদনিকার প্রবেশ।)

মদ। মহারাজ, পরমেশ্বরের কৃপায় বোধ হয় আমাদের প্রিয়সখী দময়ন্তীর মনোদুঃখ এত দিনের পর দূর হলো।

রাজা। কি বল্লে?

মদ। পিতঃ, যিনি মহারাজ ঋতুপর্ণের সারথি হয়ে এসেছেন, তিনিই আমাদের প্রিয়সখীর হৃদয়বল্লভ মহারাজ নল।

রাজা। মদনিকে, তুমি কি করে্য জান্‌তে পাল্লে?

মদ। আপনি যে সকল ব্রাহ্মণকে নলরাজার অন্বেষণে পাঠিয়েছিলেন, তাঁদের গমন কালীন প্রিয়সখী তাঁদের গুটিকতক প্রশ্ন শিখিয়ে দিছ্‌লেন। আর এই কথা বলে দিছ্‌লেন, 'যদি

এই প্রশ্নের কেহ উত্তর দেয়, তা হলে তৎক্ষণাৎ আমার কাছে ফিরে এসে বলো।'

রাজা। তারপর?

মদ। তার পর, এক জন ব্রাহ্মণ ফিরে এসে প্রিয়সখীর নিকট বল্লেন্, অযোধ্যা নগরে মহারাজ ঋতুপর্ণের সারথী সেই সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। সম্প্রতি মহারাজ ঋতুপর্ণ এখানে আসাতে প্রিয়সখী কেশিনীরদ্বারা অনুসন্ধান কত্তে পাঠিয়েছিলেন। সে ফিরে এসে বল্লে যে, ঋতুপর্ণের সারথি বিনা অগ্নিতে রন্ধন প্রভৃতি আশ্চর্য্য কর্ম্ম সকল কচ্চেন্।

রাজা। মন্ত্রি, তুমি ঋতুপর্ণের সারথিকে ডেকে আন্‌তে একজন দূত্‌কে পাঠিয়ে দাও।

ব্রাহ্মণ। মহারাজ, আমরা পূর্ব্বে নলরাজার রথশব্দ শ্রবণ কত্তেম্; এক্ষণে মহারাজ ঋতুপর্ণের রথশব্দ অবিকল সেইরূপ শ্রবণ কচ্চি। এতে আমার বোধ হয়, সেই সারথিই নিষধাধিপতি নল হলেও হতে পারেন। কারণ এরূপ অশ্ববিজ্ঞান-বিদ্যা নল ব্যতীত আর কেহই জানে না।

মন্ত্রী। মহারাজ, তবে আমি সেই সারথিকে একবার ডাকিয়ে আনাই।

রাজা। আচ্ছা, আমিও এখন অন্তঃপুরে গিয়ে মহিষীকে জিজ্ঞাসা করি; বোধ হয় তিনি এর সবিশেষ জানেন্। মদনিকে, চল।

[মদনিকার সহিত রাজার প্রস্থান।

ব্রাহ্মণ। মহাশয়, চলুন্। আমরাও এ বিষয়ের অনুসন্ধান করিগে।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা চলুন। (অন্য দিক্ দিয়া উভয়ের প্রস্থান)।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বিদর্ভদেশ—দময়ন্তীর মন্দির।

(দময়ন্তী আসীন।)

দম। (স্বগত) মন, এত চঞ্চল হয়ো না, একটু সুস্থির হও। জীবিতেশ্বর তোমাকে এ অবস্থায় দেখ্‌লে প্রগল্‌ভা মনে কর্‌বেন। (চিন্তা

করিয়া), আর তা কল্লেনই বা; আমার মন ত কেবল তাঁরই জন্যে ব্যাকুল হয়েছে। প্রাণ, তুমি পিঞ্জর-বদ্ধ পক্ষীর ন্যায় এত চঞ্চল হচ্চো কেন?— হাঁ, তা হতেও পারো; অনেক দিন অবধি হৃদয়-বল্লভকে দেখ নাই, সেই জন্যেই বুঝি তাঁকে দেখ্‌তে অগ্রসর হতে চাচ্চো। হে ভগবান্ পার্ব্বতীনাথ! আপনি কৃপা করে্য আমার মনের চঞ্চলতা দূর করুন! (চিন্তা করিয়া) কি আশ্চর্য্য! যদিও আমি পিতৃগৃহে অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ কচ্চি বটে, কিন্তু জীবিতেশ্বরের বিরহে সে ঐশ্বর্য্য বিষতুল্য জ্ঞান হচ্যে। সেই পিতা, সেই মাতা, সেই সখীগণ, কিন্তু প্রাণনাথের বিরহে এক মুহূর্ত্তের জন্যেও মন স্বচ্ছন্দে থাকে না। প্রাণেশ্বর, তোমার মতন নিষ্ঠুর কি ভূমণ্ডলে আছে? তুমি যে আমাকে বিনা অপরাধে নিবিড় বন মধ্যে একাকিনী পরিত্যাগ করে গিছ্‌লে, এ দুঃখ আমার মন থেকে কখনই যাবে না। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) কে ও! মদনিকা আস্‌ছে না? সঙ্গে কে?—একি! আমার

মন এত চঞ্চল হলো কেন? মন, ধৈর্য্য হও, ধৈর্য্য হও।

(নলের সহিত মদনিকার প্রবেশ।)

মদ। প্রিয়সখি, দেখ দেখি, ইনি কে এসেছেন?

নল। সখি, উনি কি আর আমাকে চিন্‌তে পারবেন! আমাকে কি আর ওঁর মনে আছে?

মদ। কেন মহারাজ, আপনাকে চিন্‌তে পার্‌বেন না কেন? আমাদের প্রিয়সখী আপনাকে ধ্যান করে্য কেবল সোণার অঙ্গ কালি করে ফেলেছেন। মর্ম্মান্তিক দুঃখ দিয়ে কথা বলা কি পুরুষ জাতের স্বধর্ম্ম?

নল। তা যা বল, কিন্তু তোমাদের প্রিয়সখীর একটী বিশেষ গুণ আছে।

মদ। মহারাজ, আমাদের প্রিয়সখীর ত সকলই গুণ; বিশেষ গুণ আপনি আবার কি দেখ্‌লেন?

নল। কেন, পুনঃস্বয়ম্বর। আর এর অধিক কি হতে পারে?

দম। মহারাজ, আমি যখন দেবগণকে পরিত্যাগ করে আপনাকে বরণ করেছি, তখন আমার প্রতি এরূপ দোষারোপ আর সন্দেহ করা নিতান্ত অনুচিত। আমি পর্ণাদ নামে ব্রাহ্মণের মুখে যে দিন শুন্‌লেম যে আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন, আমি তাইতে আপনাকে এখানে আন্‌বার জন্যেই স্বয়ম্বরের কৌশল করেছিলেম। এক্ষণে সেই জন্যে আমাকে দোষারোপ কচ্যেন। হা হত বিধাতঃ! তুমি কি কেবল দুঃখ ভোগ করবার জন্যেই আমাকে সৃজন করেছিলে? (রোদন)।

আকাশে। হে নিষধরাজ! আমি সমীরণ; আমার গতি সর্ব্বত্রেই আছে। তুমি যে অবধি দময়ন্তীকে পরিত্যাগ করে গিয়েছিলে, আমি সেই অবধি ওঁকে সর্ব্বদাই রক্ষণাবেক্ষণ করেছি: এবং এক্ষণে ওঁর স্বপক্ষে সাক্ষী দিতেও প্রস্তুত আছি, যে উনি কখন কোন অসদাচরণ করেন নাই। উনি কেবল তোমাকে এখানে আন্‌বার জন্যেই পুনঃ স্বয়ম্বরের কৌশল করেছিলেন। এক্ষণে তোমরা

উভয়ে একত্র হয়েছ; অতএব সংশয় পরিত্যাগ করো যাবজ্জীবন সুখ ভোগে প্রবৃত্ত হও। (কোমল বাদ্য)।

নল। (সানুনয়ে) প্রেয়সি, আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর। আমি যে রাজ্যভ্রষ্ট হয়েছিলেম, এবং তোমাকে পরিত্যাগ করেছিলেম তাতে আমার কোন অপরাধ নাই; কেবল দুর্ব্বৃত্ত কলি-কর্ত্তৃক এরূপ ঘটনা হয়েছে।

দম। প্রাণেশ্বর, এ যে দৈব বিড়ম্বনা বশতঃ হয়েছে তার আর সন্দেহ নাই। নতুবা আপনার মতন ধর্ম্মপরায়ণ হয়ে ধর্ম্মপত্নীকে পরিত্যাগ করাই বা কিরূপে সম্ভব হয়। আহা জীবিতনাথ! আপনি যখন আমাকে নিবিড় বন-মধ্যে ত্যাগ করে গিছ্‌লেন, সেই কথাটি মনে হলে আমার বুক যেন ফেটে যায়।

নল। জীবিতেশ্বরি, ও সকল কথা আর আমাকে বলো না। ও সকল কথা মনে হলে আমার আর এক দণ্ডও বাঁচ্‌তে ইচ্ছা করে না।

এক্ষণে চল তোমার পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি গে।

দম। আচ্ছা নাথ, চলুন।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বিদর্ভদেশ—রাজগৃহ।

(রাজা ও মন্ত্রীর প্রবেশ।)

মন্ত্রী। মহারাজ এরূপ অদ্ভুত ঘটনা পৃথিবীতে আর কখনই হয় নাই। আহা! রাজকন্যা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী স্বরূপা, আর মহারাজ নলও সাক্ষাৎ নারায়ণ অবতার।

রাজা। মন্ত্রি, তুমি সত্বর ঘোষণা করে দাও, যেন সপ্তাহ কাল পর্য্যন্ত এ নগর উৎসবে পরিপূরিত থাকে।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা মহারাজ!

(নল ও দময়ন্তীর প্রবেশ।)

নল। আমি মহারাজকে অভিবাদন করি। (নল ও দময়ন্তীর ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম এবং উপবেশন)।

রাজা। বৎস, আমি তোমার বিরহে এত দিন মৃতকল্প হয়েছিলেম। এক্ষণে ঈশ্বরের কৃপায় তোমাকে পুনঃপ্রাপ্ত হয়ে আমি যে কি পর্য্যন্ত সুখী হলেম, তা এক মুখে ব্যক্ত হয় না।

(কলির প্রবেশ।)

কলি। হে নিষধরাজ! আমি আপনার দেহ পরিত্যাগ কল্লেম। এক্ষণে আমার বরে আপনারা যাবজ্জীবন অবিচ্ছেদে সুখ ভোগ করুন।

নল। (সরোষে) আপনি যেমন আমাদের বিনা দোষে ক্লেশ দিয়েছেন, এক্ষণে আমার শাপে আপনিও——

কলি। (কৃতাঞ্জলি পুটে) মহারাজ, ক্রোধ সম্বরণ করুন, এক্ষণে আমি আপনার শরণাপন্ন।

আপনি যদি অনুগ্রহ করে্য এই শরণাপন্ন এবং ভয়াত্মকে অভিসম্পাত না করেন, তা হলে এই জগতীতলে যে সকল মনুষ্য আপনার নাম কীর্ত্তন কর্‌বে, তাদের প্রতি আমার কোন অধিকার থাক্‌বে না। এবং আপনার ও দময়ন্তীর যশো-ভাতির কীর্ত্তিপতাকা জগতে চিরকাল উড্‌ডীয়-মান থাক্‌বে। এক্ষণে আমি বিদায় হই, আপ-নার মঙ্গল হোক্‌। (অন্তর্দ্ধান, আকাশে কোমল বাদ্য।)

আকাশে গীত।

রাগিণী রামকেলি—তাল কাওয়ালী।

তোমারে কৃপা করিয়ে কমলা অচলা হইয়ে
বাস করিবেন তব গৃহে সর্ব্বক্ষণ।
তব যশঃ গুণে, দশ দিক পূরিল,
হবেনা বিপদ কখন॥
তব গুণ গান, করিবে যে জন,
মোক্ষ পদ লভিবে সে জন॥ (পুষ্প বৃষ্টি।)

রাজা। এক্ষণে চল সকলে অন্তঃপুরে যাই।

[সকলের প্রস্থান।

উপসংহার।

(নটীর প্রবেশ ও গীত।)

রাগিণী খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

শুন সভাজন, করি নিবেদন,
ক্ষমা করি দোষ গুণ করিবে গ্রহণ।
অনুপম মনোলোভা, আজিকার এই সভা,
ছেড়ে যেতে মন নাহি চাহে কদাচন॥
কিন্তু কি করিব হায়, যামিনী প্রভাতা হয়,
কৃপা কর সবে মম এই আকিঞ্চন॥

(যবনিকা পতন।)

গ্রন্থ সমাপ্ত।